Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামসুন্নাহার রিপা

রোলঃ 227021832

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামসুন্নাহার রিপা

রোলঃ 227021832

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাকওয়া " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামসুন্নাহার রিপা, আইডিঃ 227021832 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাকওয়া " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Samsun Nahar Ripa

(স্বাক্ষর)

তাকওয়া

আইডিঃ 227021832

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

তাকওয়ার পরিচয়

"তাকওয়া"-এর আভিধানিক অর্থসমূহঃ তাকওয়া একটি আরবি শব্দ। সাধারণত বাংলায় তাকওয়া শব্দের অর্থ ভয়, ভীতি, ভীরুতা, আত্মসংযম, সংযম, সাবধানতা, পরহেযগারি ইত্যাদি করা হয়।

আরবীতে তাকওয়া تقوى শব্দটির মূল ধাতু হল وقي। এর মানে হল, রক্ষা করা, বাঁচানো। যেমন কুরআনে এসেছে,

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُ عَذَابَ الْجَحِيمِ

"(ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।" (দুখান :৫৬)
যেমন আমরা মুনাজাতে বলি,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর। (বাক্বারাহঃ ২০১)

উক্ত ধাতুরই একটি শব্দ হল وقاية। যার মানে হয় বাঁচোয়া, রক্ষাস্ত্র বা প্রতিষেধক। যেমন আরবী প্রবাদে বলা হয়,
الوقاية خير من العلاج
অর্থাৎ, রোগ যাতে না হয়, সে ব্যাপারে প্রতিষেধক বা বাঁচোয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা (রোগ হওয়ার পরে) চিকিৎসা করানো অপেক্ষা উত্তম।

আর একটি শব্দ হল, اتقاء। যার মানে হয় বাঁচা, ভয় করা, সাবধান থাকা ইত্যাদি। اتق الله মানে আল্লাহকে ভয় কর, اتق النار মানে জাহান্নামকে ভয় কর, জাহান্নাম থেকে বাঁচো।

والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف.

তাকওয়া হল, যে জিনিসকে ভয় হয়, সে জিনিস হতে নিজেকে বাঁচানো বা রক্ষা করা। ইবনু আরাবি রাহিমাহুল্লাহু বলেন- تقاة-تقية এবং تقوى একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। [লিসনুল আরব:৩/৯৭১-৯৭৩]

ইবনু মানযুর বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বলেন- وقاه الله وقيا ووقاية -এর অর্থ হল صانه অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাকে হিফাজত করেছেন। তাকে বাঁচিয়েছেন।উদাহরণতঃ আপনি যখন বলবেন, وقيت الشيء أقيه(আমি অমুক জিনিসকে সংরক্ষণ করে নিয়েছি।) অর্থাৎ তাকে কষ্ট থেকে বাঁচালাম এবং তার সংরক্ষণ করলাম। توقى এবং اتقي এর অর্থ একই। الوقاء - الوقاية এর ব্যবহার তখন হয় যখন আপনি কোন জিনিসের হেফাজত করেন। যেমন উক্তি আছে –

وقاك الله شر فلان وقاية

আল্লাহ তাআলা তোমাকে অমুক ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়েছেন। তোমাকে হেফাজত করেছেন।

আবু বকর বলেন, رجل تقي (পরহেযগার ব্যক্তি)।এর বহুবচন أتقياء আসে। এর অর্থ হল– সে নিজের নফসকে নেক আমলের মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং আজাব থেকে বাঁচিয়েছে।

তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থঃ

তাকওয়া হল, ইখলাস, মহব্বত, সত্যনিষ্ঠা, গায়বী ভীতির সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যে অবিচল থাকার নাম। অনুরূপ প্রত্যেক সেই বিষয়ে আগ্রহী থাকা, যাতে মহান আল্লাহর নৈকট্য আছে এবং কিয়ামতে সাফল্য আছে।

তাকওয়া হল, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন ক'রে তাঁর গযব ও আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার নাম।

তাকওয়া হল, সেই জিনিস বর্জন করা, যা করতে মন চায়, সেই জিনিসের কারণে, যার ভয় হয়।

তাকওয়া হল, শির্ক ও তদপেক্ষা ছোট সকল গোনাহ থেকে দূরে থাকা, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোন ওয়াজিব নষ্ট করা থেকে দূরে থাকা, যা আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেছেন। (এ অর্থে দ্বীনের মৌল ও গৌণ সকল বিষয় শামিল।)

তাকওয়া হল, আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার নাম।

ইবাদত ও আনুগত্যে তাকওয়ার মানে, তাতে ইখলাস রাখা। আর পাপাচরণে তাকওয়া হল, তা ত্যাগ করা ও তা হতে সতর্ক থাকা।

তাকওয়া হল, বান্দার আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ভয় না করা।

তাকওয়া হল, শরীয়তের অনুগত থাকা এবং প্রত্যেক সেই কর্ম থেকে দূরে থাকা, যা আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তাকওয়া হল পিচ্ছিল পথে আঙ্গুল টিপে টিপে সাবধানে পথ চলার মতো, যাতে আছাড় না খেতে হয়।

তাক্বওয়া হল চোরকাঁটাময় পথে কাপড় সামলে রেখে সাবধানে পথ চলার মতো, যাতে কাপড়ে কাঁটা ধরে না যায় অথবা পায়ে বিদ্ধ না হয়।

তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, একদা উমার বিন খাত্তাব(রাঃ) উবাই বিন কা'ব(রাঃ)-কে তাকওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, 'আপনি কি কখনো কাঁটাময় পথ চলেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' উবাই বললেন, 'আপনি তখন কী করেছিলেন?' তিনি বললেন, 'কাপড় তুলে ধরেছিলাম এবং সাবধান হয়েছিলাম (যাতে কাপড়ে কাঁটা না লাগে)।' উবাই বললেন, 'তাহলে সেটাই হল তাকওয়া।' (তাফসীর ইবনে কাষীর ১/১৬৪, বলা হয়েছে এর সনদ দুর্বল)

অনুরূপ বর্ণিত আছে আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে। (আয-যুহদুল কাবীর, বাইহাক্বী ৯৬৩নং)

হিজরি তৃতীয় শতকের প্রখ্যাত কবি ও খলিফা আবদুল্লাহ ইবনুল মুতাযও তাকওয়ার এই অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন,

خَلِ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا ... وَكَبِيرَهَا فَهُوَ التُّقَى

وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْ ... ضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى

لَا تَحْقِرَنَ صَغِيرَةً ... إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

ছোট হোক বা বড়, তুমি সব ধরনের গুনাহ পরিহার করে চলো আর এটাই হলো তাকওয়া। তুমি কাঁটাযুক্ত পথের পথিকের মতো খুব সাবধানে পা ফেলবে, যেন তোমার পায়ে গুনাহের কাঁটা না ফোটে।

তুমি সামান্য থেকে সামান্য ছোট গুনাহকেও তুচ্ছ মনে করবে না। কারণ ছোট ছোট পাথরকণাই একসময় পাহাড়ে পরিণত হয়। (দিওয়ানু ইবনি মুতায,৬৯।তাফসিরু ছালাবি,৩/৪৭)

ইমাম ইবনে রজব (রহ.) বলেন, 'তাকওয়া হচ্ছে মানুষ যে জিনিসকে ভয় পায়, তার ও নিজের মাঝে এমন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা, যা থেকে সে বেঁচে থাকতে পারে।'

হজরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন, 'মুত্তাকিগণ সর্বদা এ অবস্থায় থাকে যে, বহু হালাল জিনিসকে তারা হারামের সন্দেহে ছেড়ে দেয়।' (তাফসীর আদ-দুর্রুল মানসুর,১/৬১)

সুফিয়ান সাওরি (রহ.) বলেন, 'মুত্তাকিদের নাম মুত্তাকি রাখার কারণ হচ্ছে, তারা সে সকল জিনিসও ছেড়ে দেয়, যা থেকে লোকেরা বিরত থাকে না।'

ইমাম নববি (রহ.) বলেন, 'তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকা। ' (তাহরিরু আলফাযিত তান্বিহ:৩২২)

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলেন, 'কেউ যদি একশত জিনিস থেকে বেঁচে থাকে এবং শুধু একটা জিনিস থেকে বেঁচে না থাকে, তবে তাকে মুত্তাকি বলা হবে না। '(আদ-দুর্রুল মানসুর:১/১২২)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'মুত্তাকি হচ্ছে সে, যে শিরক, কাবিরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে।'

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, 'তাকওয়ার অর্থ ও মর্ম হচ্ছে, মানুষ নিজেকে কখনো কারও থেকে উত্তম মনে না করা।'

ইমাম কুশাইরি (রহ.) বলেন, 'তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আদেশ পালন করা, নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সগিরা গুনাহে লাগামহীন ডুবে না থাকা। অর্থাৎ, প্রত্যেক ওই কাজ থেকে বিরত থাকা, যা করলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং শাস্তি লাভের কারণ হয়। '(আত-তাহরির ওয়াত তানভির:১/২২৬)

আবদুল্লাহ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, তাকওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল- আল্লাহর ইবাদত করা। তাঁর আদেশসমূহের অনুসরণ করা। নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা। তাঁর নিয়ামাত অর্জনের আশা। তাঁর সম্মানিত বিষয়কে সম্মান করা। আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালবাসা। [আল-মাজাল্লাতুল বুহুসুল ইসলামিয়াহ, রিয়াদ, ৫০৯ সংখ্যা]

তাকওয়ার মর্ম বুঝাতে গিয়ে প্রসিদ্ধ তাবিঈ তলক ইবনু হাবিব সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তাকওয়া হল এই যে, তুমি আল্লাহ তাআলার দেয়া নুর(নুর দ্বারা উদ্দেশ্য মেধা ও বুদ্ধি অথবা কুরআন হাদিস ও ইসলামী জ্ঞান।) অনুপাতে আল্লাহর পক্ষ সাওয়াবের আশায় তোমার আল্লাহকে অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ তাআলার দেয়া নুর অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয়ে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকবে।' [কিতাবুয যুহদ-লিআবদিল্লাহ ইবনিল মুবারক:৪৭৩,জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম:১৪৯]

তাকওয়ার দুটি ডানা রয়েছে-

১ আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করা।

২ আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বাঁচা।

এ উভয় কাজ আল্লাহর দেয়া নূর দ্বারা করা হবে। নুর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেয়া দলিলসমূহ। যা বান্দাকে আমল করার আদেশ প্রদান করে এবং আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মুত্তাকি ব্যক্তি তো সে-ই; যে নিজের প্রতিটি কর্ম আল্লাহর সওয়াবের আশায় করে এবং আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ করা আমল থেকে বাঁচে। যেন আল্লাহ তাআলা তাকে আজাব থেকে মুক্তি দেন।

পরবর্তী উলামাদের মাঝে কেউ তাকওয়ার খুবই পরিব্যাপ্ত সংজ্ঞা প্রদান করেন। আর সেটি হল, 'তাকওয়া হল আল্লাহ তাআলার ভয়। কুরআনের উপর আমল। অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং আখিরাত দিবসের প্রস্তুতি গ্রহণ করার নাম।'

কুরআন মাজিদের আলোকে "তাকওয়া"

কুরআন মাজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকওয়া শব্দটি বিভিন্ন অর্থে নাজিল করেছেন। কোনো আয়াতে তিনি তার বান্দকে কঠিন আজাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। কোনো কোনো আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত লাভের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও হৃদয়কে পাপ মুক্ত রাখতে, তাওহীদ ও ইখলাসের সাথে জীবনের প্রতিটি কদম চলার জন্যও তিনি বিভিন্ন আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।যেমন:

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন আমরা জাহান্নামকে যেন ভয় করি। কিয়ামত দিবসের বিভীষিকাময় অবস্থাও যেন ভয় করি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

'সুতরাং সেই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।[সূরা বাকারা: ২৪]

তিনি আরো বলেন-

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا

'আর সে দিনের ভয় কর, যেদিন কেউ কারো সামান্য উপকারে আসবে না। ' [সূরা বাকারা:৪৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো বলেন-

وَإِيَّايَ فَاتَّقُون

আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।” (বাক্বারাহঃ ৪১)

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

"তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিনে তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।” (বাক্বারাহঃ ২৮১)

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِين

'আর তোমরা বেঁচে থাক সে আগুন থেকে, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। [সূরা আল-ইমরান:১৩১]

আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন কলবকে পাপ মুক্ত রাখতে।মুমিনের জন্য কুরআনে বারংবার আহ্বান এসেছে ইখলাসের সাথে জীবন পরিচালনা করার।যেমন কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (আলে ইমরান : ১০২)

'যথার্থভাবে ভয় কর' অর্থাৎ, যথার্থভাবে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য কর।
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,
ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ
"এটাই (আল্লাহর) বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ।" (হাজ্জঃ ৩২)
'হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ' অর্থাৎ, হৃদয়ের ইখলাসের বহিঃপ্রকাশ। (দ্রঃ আত-তাক্বওয়া ফিল কুরআনিল কারীম ১৩-১৪পৃঃ)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

"হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল। (আনফালঃ ২৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

“হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা কল্যাণমূলক কাজ ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বনের পরামর্শ কর। আর সেই আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমরা সমবেত হবে। (মুজাদালাহঃ ৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বান্দাকে জাহান্নামের বার্ণনা শুনিয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং একইসাথে জান্নাতের প্রশান্তিকর বর্ণনা শুনিয়ে বান্দার হৃদয়ে তা লাভ করার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন যে, তিনি পরহেজগারদের জন্য নিয়ামাত সমৃদ্ধ জান্নাতকে সাজিয়ে রেখেছেন। মুত্তাকিদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ

'কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। '[সূরা আয-যুমার:২০]

তিনি আরো বলেন-

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

'যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত। '[সূরা আল-ইমরান:১৫]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

'যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। '[সূরা আয-যুমার:৭৩]

কুরআনুল কারিমে জান্নাতের ব্যাপারে এত আলোচনা করার কারণ হল, বান্দা যেন জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা করে। আলোচনা করলে বান্দার মনে জান্নাত পাওয়ার উৎসাহ সৃষ্টি হবে।খাতামুল আম্বিয়া সাইয়িদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

সহ সকল নবি-রাসুল, সাহাবা এবং তার পরে আগমনকারী সকল নেককার বান্দাগণ জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য দু'আ করেছেন এবং তারা সবাই জাহান্নামের আজাবকে ভয় পেতেন।

আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী নবি-রাসুলদের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَاخَاشِعِينَ

'তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।'[সূরা আম্বিয়া :৯০]

সেই সব লোকেরাই হল সুখী ও সৌভাগ্যবান যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে।[সূরা আল-ইমরান:১৮৫]

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তাআলা তাদের আলোচনা করে বলেন-

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَتَقِيًّا

'এটা ঐ জান্নাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকিদেরকে। [সূরা মারয়াম:৬৩]

যে ব্যক্তি জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত হতে উদাসীন থাকে, সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার হক আদায় করতে পারে না। কেননা, ইবাদত জান্নাতের আশা ও আল্লাহর ভয় হতে আসে। আর এই বিশ্বাসই বান্দাকে আল্লাহর ইবাদত করতে উৎসাহিত করে।তাই মুত্তাকি ব্যক্তি শুধু সে-ই যে আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীকে বুঝতে পারে, রাতে জাগ্রত থাকে এবং স্বীয় রবের সামনে বেশী-বেশী রোনাজারী করে যেন তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং জাহান্নাম হতে বাঁচান।

তাকওয়ার প্রকৃতত্ব

তাকওয়ার প্রকৃতত্ব হল, বান্দার নিজের মাঝে এবং যাকে সে ভয় করে তার মাঝে এমন বাঁচোয়া রাখা, যা তাকে বাঁচায় ও রক্ষা করে।

বান্দা নিশ্চয় নিজ প্রতিপালককে ভয় করে। তবে ভয় ক'রে সে তাঁর দিকেই ফিরে আসে। যেমন শিশুকে মা শাস্তি দিলেও কেঁদে ছুটে মায়ের কোলেই নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঘকে ভয় করলে তা দেখে প্রাণ রক্ষার তাকীদে তার বিপরীত দিকে ছুটে পলায়ন করা হয়। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করলে তাঁর দিকেই প্রাণ রক্ষার জন্য ফিরে যেতে হয়।

বান্দার প্রতিপালককে ভয় করার মানে হল, তাঁর অসন্তোষ, ক্রোধ ও শাস্তিকে ভয় করা। তার জন্য এমন বাঁচোয়া ব্যবহার করা, যা তাকে সে সব থেকে বাঁচাবে ও রক্ষা করবে। আর সে বাঁচোয়া হল, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করা, তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকা।

মহান আল্লাহ কখনও নিজেকে ভয় করতে বলেছেন।

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমাদেরকে এক করা হবে।" (মায়িদাহঃ ৯৬)

অর্থাৎ, অসন্তোষ ও গযবকে ভয় কর, যা সবচেয়ে বড় ভয়ের বিষয়। যেহেতু সে ভয় যদি না করা হয়, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি অনিবার্য হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন।" (আলে ইমরানঃ ২৮)

তিনি আরো বলেছেন,

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

"একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।" (মুদ্দাসসির: ৫৬)

আর এ সবে রয়েছে তাঁর অসন্তোষ, গযব ও পাকড়াওয়ের ব্যাপারে সতর্ক।

অবশ্য অনেক সময় তাক্বওয়ার সম্পর্ক স্পষ্টতঃ আল্লাহর আযাব বা জাহান্নামের সাথে অথবা ভয়ঙ্কর দিন কিয়ামতের সাথে জোড়া হয়েছে এবং তাকে ভয় করতে বলা হয়েছে।
যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"তোমরা সেই (জাহান্নামের) আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (আলে ইমরানঃ ১৩১)

وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

"তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারোর কোন কাজে আসবে না, কারোও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না, কারোও নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবে না।" (বাক্বারাহঃ ৪৮)

মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ অমান্য করলে যেহেতু শাস্তি আসে, তাই নিষিদ্ধ জিনিস বা কর্মের ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন ক'রে ভয় করতে বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

"নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় আ'বেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে।" (আহমাদ ৮০৯৫, তিরমিযী ২৩০৫নং, সহীহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩নং)

তাকওয়ার কোন কোন অর্থে পুরো দ্বীন পালন করাকে বুঝানো হয়েছে। আকীদা, ইবাদত, লেনদেন ও সচ্চরিত্রতা সবকিছুই। ফরয-ওয়াজেব পালন করা, হারাম বর্জন

করা, সন্দিহান জিনিস থেকে দূরে থাকা, সুন্নত, নফল ও মুস্তাহাব পালন করা এবং মকরূহ জিনিস বর্জন করা ইত্যাদি। আর তা হল পরিপূর্ণ তাক্বওয়া ও প্রকৃত তাকওয়া।

এ কথার মৌলিক ইঙ্গিত রয়েছে কুরআন কারীমের একটি আয়াতে, যা একাধিক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে।মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিস্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, (এতীম-মিসকীন) মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী (ভিক্ষুক) গণকে এবং দাস মুক্তির জন্য দান করলে, নামায কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি পালন করলে এবং দুঃখ-দৈন্য, রোগ- বালা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং ধর্মভীরু (মুত্তাক্বী)।" (বাক্বারাহঃ ১৭৭)

সন্দিগ্ধ বস্তু বর্জন করা যে প্রকৃত তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত, সে ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেছেন,

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ.

অর্থাৎ, বান্দা তাকওয়ার প্রকৃতত্বে ততক্ষণ পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ না সে সেই জিনিস বর্জন করেছে, যা তার মনে খটকা (সংশয়) সৃষ্টি করে। (বুখারী ৮নং হাদীসের বাবে)

তাকওয়ার কর্মে যেমন ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, তেমনি তাতে অবজ্ঞা-অতিরঞ্জনও যেন না হয়ে যায়, তার খেয়াল করতে হবে। কোন আমলে বাড়াবাড়ি করা কিন্তু তাক্বওয়া নয়। অতির কিছুই ভালো নয়। হয়তো বা সুন্নাহর বাইরে চলে যাবে।

যেমন তাকওয়ার নিক্তি হিসাবেও কোন আমলকে নিয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে চলবে না। মাথায় বাবরী চুল নেই, সর্বদা টুপী রাখে না, লম্বা পিরহান পরে না অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না বলে তাকে তাকওয়ার গন্ডির বাইরে ধারণা করা উচিত নয়। অবশ্য নিয়ম-মাফিক দাড়ি রাখার ব্যাপারটা আলাদা, যেহেতু তার পৃথক গুরুত্ব আছে।

তাকওয়ার প্রকৃতত্ব নিয়ে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, 'তাকওয়া হল ঈমান রেখে ও সওয়াবের আশা ক'রে আল্লাহর আনুগত্যের আমল করা, আদেশ ও নিষেধ পালন করা। যা মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা আদেশে ঈমান রেখে ও তাঁর ওয়াদা সত্যজ্ঞান করে সম্পাদন করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা নিষেধে ঈমান রেখে ও তাঁর ধমকির ভয়ে বর্জন করা।' (যাদুল মুহাজির ১১১০)

তাকওয়ার স্থান হল হৃদয়

মহান আল্লাহ মানুষের আত্মা সৃষ্টি করেছেন এবং সেই আত্মর মধ্যে ভালো-মন্দ প্রক্ষিপ্ত করেছেন। কোন আত্ম ভালোটাকে গ্রহণ করেছে এবং কোন আত্ম মন্দটাকে। সুতরাং তাকওয়া হল আত্মর মধ্যে সন্নিবিষ্ট জিনিস। যেমন সুমহান স্রষ্টা বলেছেন,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

"শপথ আত্মার এবং তার সুঠাম গঠনের। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তাক্কওয়ার জ্ঞানদান করেছেন।' (শামস: ৭-৮)

যদি অন্তরের নিয়ত অনুসারে আমল করা না হয়ে থাকে, তাহলে তাকওয়া অর্জিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যে বান্দা ধন-সম্পদ খরচ করে, কিন্তু সে ঐ আমল এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় না, অনুরূপভাবে লোক- দেখানো সালাত আদায় করে, নিজের ব্যক্তিত্বের জন্য কিংবা মান- মর্যাদার জন্য অঙ্গীকার পুরা করে, তাহলে এমন আমলের মাধ্যমে সামান্যতম তাকওয়াও অর্জিত হতে পারে না। কেননা, তাকওয়ার আসল স্থান হল অন্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তা জানেন যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে। '(সূরা মায়িদা :০৭)

উপর্যুক্ত আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে সর্বদা তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ করে ঘোষণা করছেন যে, তাদের অন্তরের মাঝে গোপন রহস্য ও সুক্ষ্ম কথা রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেও তিনি অবগত।

তাকওয়া যে হৃদয়ে আছে এবং তার পরীক্ষা যে হৃদয়কেই দিতে হবে, সে কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

"যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার (আল্লাহ-ভীরুতা) জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের দেন ও মহাপুরস্কার।" (হুজুরাতঃ ৩)
তাকওয়া যে অন্তরের অন্তস্তল থেকে উদ্ভুত জিনিস, সে কথাও তিনি বলেছেন,

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب

"এটাই (আল্লাহর) বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া (সংযমশীলতা)রই বহিঃ প্রকাশ।" (হাজ্জঃ ৩২)

তাকওয়ার জায়গা যে হৃদয়, সে কথার বিবৃতি রয়েছে হাদীসেও। রাসুলুল্লাহ বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمْ . المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا)) وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ((بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم

"তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ কুধারণা সব চাইতে বড় মিথ্যা কথা। অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, অপরের জাসূসী করো না, একে অপরের সাথে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও; যেমন তিনি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছ ভাববে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (এই সাথে তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ অপর মুসলমানের উপর হারাম। নিশ্চয়

আল্লাহ তোমাদের দেহ ও আকার-আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" (মুসলিম ৬৭০১-৬৭০৫ এবং বুখারী ৫১৪৩, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৪নং)

আর সেসব আমলগুলো করতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, যেগুলো বান্দার অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষ তৈরি করে, যেসব আমল পরস্পরের প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি করে। এগুলো জমিনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে, বিশৃঙ্খলা বাধায়।

সাইয়িদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
لا تَحَاسَدُوا، ولا تَنَاجَشُوا، ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا يبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنا ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

"তোমরা একে অপরের প্রতি অন্তরে হিংসা রেখো না। একে অপরের পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না। একে অপরের পিছনে দোষ খোঁজার জন্য লেগে থেকো না। তোমাদের কেউ যেন অপরের দরদামের মধ্যে দরদাম না করে। আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে অত্যাচার করবে না। তাকে বিপদে একা ছেড়ে দিবে না। তাকে অবজ্ঞা করবে না। একজন ব্যক্তির জন্য কঠিনতম অন্যায় হচ্ছে যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা করবে। একজন মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের প্রাণ, সম্পদ, ও সম্মান সবই হারাম। আর তাকওয়া এখানে থাকে। এটা বলে তিনি বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। এমনটা তিনি তিনবার বললেন। কোন ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে তুচ্ছ ও হেয় করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ এবং সম্মান নষ্ট করা হারাম। "[সহিহ মুসলিম :২৫৬৪]

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহু মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী 'التَّقْوَى هاهنا ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّات' তাকওয়া

এখানে এবং তিনবার তিনি ইশারা করেন তার বুকের দিকে। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাআলা শারীরিক আকৃতি দেখেন না বরং দেখেন অন্তরের মাঝে কী আছে। আছে।

যেহেতু তাকওয়া হৃদয়ের আমল। কেবল বাহ্যিক আমলই তাক্বওয়া নয়, দাবিদারের দাবিই তাকওয়া নয়, সেহেতু তার খবর মহান আল্লাহই ভালো জানেন। আমলের সাথে অন্তরের নিয়তও তার সাথে সংযুক্ত। আর তার খবর একমাত্র তিনিই জানেন। তিনিই সুমহান অন্তর্যামী।

তিনি বলেছেন,

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَاتَّقَنِ اتَّقَى {النَّجم٢٣

"যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া গুরুতর পাপ ও ِب অশ্লীল কার্য হতে বিরত থাকে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অপরিসীম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু (মুত্তাক্বী) কে।" (নাজমঃ ৩২)

তিনি আরও বলেছেন,

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

"তারা যা কিছু উত্তম কাজ করে, ফলতঃ তা কখনই ব্যর্থ হবে না। আর আল্লাহ মুত্তাক্বী (ধর্মভীরু) দের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।" (আলে ইমরানঃ ১১৫)

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তারা নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে তোমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবে না। আর আল্লাহ পরহেযগারদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।" (তাওবাহঃ ৪৪)

এই জন্যই মহান আল্লাহ আত্মপ্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন।

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

"অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে।" (নাজমঃ ৩২)

তবে হৃদয়ে তাকওয়া থাকলে তার বহিঃপ্রকাশ হয় আমলে। যেহেতু মহান আল্লাহ অন্তর দেখার সাথে আমলও দেখেন। কেবল অন্তর ঠিক রাখাই যথেষ্ট নয়। অন্তরে ঈমান ও তাকওয়ার বীজ রোপিত হলে তা অঙ্কুরিত হয় এবং মু'মিন ও মুত্তাক্বীর দেহাঙ্গ, লেবাস ও আচরণের ভূমিতে বৃক্ষরূপে প্রকাশ লাভ করে ফুলে- ফলে সুশোভিত হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

"উৎকৃষ্ট ভূমি তার প্রতিপালকের নির্দেশে ফসল উৎপন্ন করে এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না। এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত করে থাকি।" (আ'রাফঃ ৫৮)

তাকওয়ার স্তর

সকল আমল ও কাজের ভিত্তি হল তাকওয়া। আর এই বিষয়টি কারো নিকট অজানা নয়। বান্দার জন্য আবশ্যক হল, সে তার সকল কাজ ও আমলসমূহের বুনিয়াদ তাকওয়ার উপর রাখবে।

কবি বলেন-

মানুষ চায় তার প্রার্থিত ও আরাধ্য সকল কিছু যেন অনায়াসে জুটে যায়। কিন্তু সে তা-ই পায়, আল্লাহ যা তাকে দেন। মানুষ বলে, আমার কল্যাণ, আমার সম্পদ। অথচ সে যা কিছু থেকে উপকৃত হয়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহর ভয়)।'

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, তাকওয়ার স্তর তিনটি-

প্রথম স্তর: অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ ও হারাম কাজ থেকে বাঁচানো।
দ্বিতীয় স্তর: অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মাকরুহ থেকে বাঁচানো।
তৃতীয় স্তর : অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বাঁচানো।

এর মধ্যে প্রথম স্তর মানুষকে জীবন দান করে। দ্বিতীয় স্তর সুস্থতা ও শক্তি দেয়। তৃতীয় স্তর মানুষের জীবনে খুশি-আনন্দ ও সজীবতা নিয়ে আসে।'

প্রথম স্তর:চিরস্থায়ী জাহান্নামের আযাবকে ভয় করে তাকওয়া অবলম্বন করা ।আর সেটা হয় কুফরী থেকে দূরে থেকে ঈমান ও তাওহীদ বহাল রাখার মাধ্যমে। তাওহীদের কালেমাকে কালিমালিপ্ত না করে ঈমান রক্ষা করার মাধ্যমে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلِيماً

"তাদেরকে (মু'মিনদেরকে) তাকওয়ার বাক্যে সৃদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।" (ফাতহঃ ২৬)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

আর যদি তোমরা কুফরি (অবাধ্যতা) করো, তবে এও জেনো, আসমান ও জমিনে যা-কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর, আল্লাহ হচ্ছেন চির-অমুখাপেক্ষী সদাপ্রশংসিত।[সূরা নিসা:১৩১]

দ্বিতীয় স্তর: প্রত্যেক সেই কাজ থেকে দূরে থাকা, যাতে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার আছে।অনেকে বলেছেন, সাগীরা গোনাহ বা লঘুপাপ, উপপাপ ও ক্ষুদ্রপাপ থেকেও বেঁচে থাকা।আর এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে নিম্নের আয়াতে,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে তাদের জন্য আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ-দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা মনে করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য। আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।" (আ'রাফঃ ৯৬)

তৃতীয় স্তরঃ বান্দার প্রত্যেক সেই জিনিস থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা, যা আল্লাহ থেকে তার হৃদয়-মনকে উদাস করে দেয়।

এই তাকওয়ার নির্দেশ রয়েছে নিম্নে উল্লিখিত আয়াতে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (আলে ইমরানঃ১০২, মুনতাহাস সু'ল ২/৩৭৩)

অর্থাৎ, প্রকৃতার্থে আল্লাহকে ভয় কর। তাকওয়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো। আর তা এইভাবে যে, যা বান্দার কর্তব্য, তা ছাড়া যাবে না এবং যা তার অকর্তব্য, তা করা যাবে না। তাতে সে নিজ সাধ্যানুযায়ী তার প্রচেষ্টাকে ব্যয় করবে।

প্রকৃত তাকওয়া হল, তাকওয়ার পর তাকওয়া করে যাওয়া। নিরবচ্ছিন্নভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে প্রকৃতার্থে ভয় করা।

সতর্কতার বিষয় যে, অনেক লোকেরই ধারণা আছে, তাকওয়ার মানে হল, কেবলমাত্র বিনয়ী হওয়া, দীন-হীন হওয়া, আনত হওয়া, মিসকীনের মতো থাকা ইত্যাদি। কিন্তু মোটেও তা নয়। বিনয়াবনত থাকা তাকওয়ার অঙ্গ অবশ্যই। তবুও তাকওয়া হল, সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত থাকা, রক্ষণাবেক্ষণ ও রক্ষা করা, শক্তিমত্তা ও বীরত্ব, পুণ্যকর্ম ও মঙ্গলকর্ম করা, সুন্দরভাবে ও সুনিপুণভাবে কর্ম করা, প্রতিশ্রুতি পালন করা ও ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি। (আত-তাকওয়া ফিল কুরআনিল কারীম ১৬পৃঃ)

কালিমাতুত তাকওয়া

কালিমাতুত তাকওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেয়া। এটি সবচেয়ে মর্যাদা ও ফজিলত পূর্ণ কালিমা। এর মাধ্যমেই মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মান সংরক্ষিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، وَكَفَرَ بِما يعبُدُونَ مِن دونِ اللهِ ، حَرُمَ مَالُهُ، ودمه، وحسابه على الله عزَّ وجلَّ

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য যেসব বিষয়ের ইবাদত (পূজা) করা হয় সেগুলোকে অস্বীকার করে তাহলে তার জান ও মাল (অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা) হারাম এবং তার হিসাব আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে। "[তাফসির ইবনু কাছির:৫/৬২৭]

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যে সকল সাহাবাগণ অংশগ্রহণ করে ছিলেন, তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, তারাই 'তাকওয়ার কালিমা'র সাথে জুড়ে গেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের প্রশংসা করে বলেন-

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

'যখন কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসুল ও মুমিনদের উপর স্বীয় (সাকিনাহ) প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদের জন্য (তাকওয়ার কালিমা তথা) সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [সূরা ফাতহ: ২৬]

আল্লাহ তাআলার বাণী-

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

'যখন কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের জেদ পোষণ করত।'

এই বাণী দ্বারা কুরাইশের কাফেরগণ উদ্দেশ্য। যারা অন্তরে গোত্রপূজার জেদ পোষণ করত। সুতরাং সেসময় তারা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথিতারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথিদেরকে হারামে প্রবেশ না করে উমরা আদায় না করতে পারে তাই চাপ প্রয়োগ করে। যখন উভয় দলের মধ্যে অঙ্গীকারের শর্তগুলো লেখা হচ্ছিল তখন তারা 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' লেখার ব্যাপারে আপত্তি জানাল। তারা 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ' জোর করে লেখিয়ে নিল। তখন সাহাবাগণ তাদের এই অশোভন আচরণকে নিতান্তই ভারী মনে করলেন। তখনই আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসুল এবং সাহাবাদের উপর সাকিনাহ তথা প্রশান্তি অবতীর্ন করলেন। তাদেরকে তাকওয়ার কালিমার উপর দৃঢ়পদ করলেন। ইসতিকামাত দান করলেন। আর সেটি হল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা।

উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার এই আয়াত وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى দ্বারা উদ্দেশ্য হল-'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ। [আস-সুনান,তিরমিযি:৩২৬৫]

সাইয়িদুনা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাপারে বলেন যে, 'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই' এর সাক্ষ্য প্রদান করা। [তাফসির ইবনু কাছির:৫/৬২৬]

অনুরূপভাবে সাহাবি আলি ও ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং তাবেয়িদের মাঝে আতা ইবনু আবি রাবাহ, মিসওয়ার, সাইদ ইবনু জুবাইর, আতা খুরাসানি, যুহরি এবং কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহুমাহুমুল্লাহুম তাঁদের দিকেও এই মন্তব্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে। [তাফসির ইবনু কাছির ৫/৬২৭]
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

'তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তাআলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন, পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে উত্থিত। [সূরা ইব্রাহিম:২৪]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহু লিখেন-''কালিমা তাইয়িবা তথা পবিত্র বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই কালিমার কারণেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আমলের প্রতিদান পাওয়া যায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্ট অনুযায়ী যত আমল করা হয় তা কেবল এই কালিমার ভিত্তি ও বুনিয়াদের কারণেই অস্তিত্বে আসে।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেয়াটাই হল কালিমা তাইয়িবা। এই কালিমা একটি গাছের মত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুমিন ব্যক্তি। এই কালিমার মূল মুমিনের অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং তার শাখা প্রশাখা আসমান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তির নেক আমল আসমানের দিকে উঁচুতে আরোহণ করতে থাকে।'

রবি ইবনু আনাস রাহিমাহুল্লাহু বলেন, কালিমা তাইয়িবার মাধ্যমে ইমানের দৃষ্টান্ত দেয়ার উদ্দেশ্য হল, যেন ইমানই হল পবিত্র গাছ। তার 'কান্ড মুমিনের অন্তরে মজবুতভাবে প্রোথিত' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল-মুমিনের হৃদয় থেকে কখনো ইখলাস চলে যায় না। অর্থাৎ মুমিনের অন্তর ইখলাস শূন্য থাকে না। কালিমা তাইয়িবার শাখা-প্রশাখা আসমানে বিস্তার হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে সাদৃশ্যতার অত্যন্ত সুন্দর ও উত্তম বিশ্লেষণ হয়েছে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনের অন্তরে বিদ্যমান তাওহিদ বা একত্ববাদকে একটি পবিত্র বৃক্ষের সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। সেটা এভাবে যে জমিনের মাঝে বৃক্ষ যেমন মজবুতভাবে স্থির থাকে, অনুরূপ মুমিনের অন্তরেও তাওহিদ মজবুতভাবে বিদ্যমান থাকে। আর যেভাবে উচ্চতার ক্ষেত্রে সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা আসমানের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে, ঠিক সেভাবেই মুমিনের নেক আমলগুলোও আসমানের দিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। তার ইমান সবসময় নেক আমলের সাওয়াবের আকৃতিতে উপকার করতে থাকে। যখন আপনি এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে

চিন্তা ও গবেষণা করবেন তখন দেখবেন মুমিনের অন্তরে তাওহিদের অস্তিত্ব সেভাবে প্রমাণিত ও মজবুতভাবে স্থির রয়েছে। তার নেক আমল আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

সুতরাং এই গাছ মুমিন ব্যক্তিকে সর্বাবস্থায় অন্তরে নেক আমলের কাঠামোতে ফল দিতে থাকে। যে পরিমাণ মুমিনের অন্তরে তাওহিদ বদ্ধমূল থাকে, ঠিক সে পরিমাণ আল্লাহর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা ও ইখলাস থাকবে।

সে তার অন্তরকে আল্লাহর সেই রঙ দ্বারা রাঙিয়ে নেয়, যে রঙের চেয়ে উত্তম কোন রঙ নেই। তার অন্তর প্রভুর যে মারেফাত লাভে অস্থির থাকত, সেই মারেফাত লাভ করে ।। সে তার মুখের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেয়, আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমল করে সেই সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে। সে গায়রুল্লাহকে অস্বীকার করে। সকল বাতিল ইলাহকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেয়ার ক্ষেত্রে তার অন্তর ও যবান একত্রিত হয়। শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টচিত্তে সেই সাক্ষ্যকে অনুসরণ করে। তার নাফরমানি করে না। সে নিজের ইচ্ছামতোও চলে না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাবে-এমন অন্তর ও এমন মুখের মাধ্যমে এই কালিমার স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর সেই বান্দা নেক আমলের সওয়াব সর্বদা পেতে থাকবে। যখনই মানুষের নেক আমল বেশি-বেশি হবে, তখন কালিমা তাইয়িবার উচ্চতা পেতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِلَيْهِ يَصْعَدُ لكَلِمُ لطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

'তাঁরই দিকে আরোহণ করে পবিত্র বাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। '[সূরা ফাতির:১০]

আল্লাহ তাআলা তাঁর এই ফরমানের মাধ্যমে এটা বলে দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি কালিমা তাইয়িবার সাক্ষ্য প্রদান করে, তাকে এই কালিমা সবসময় নেক আমলের আকৃতিতে ফল দান করতে থাকে।

মূলকথা হল, যখনই মুমিন ব্যক্তি কালিমা তাইয়িবার প্রকৃত অর্থ জেনে সাক্ষ্য প্রদান করে, এবং তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়ে নিজের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করার মাধ্যমে এই কালিমার সত্যায়ন করে, তখনই এমন কালিমা তাইয়িবা তার নেক আমলকে আসমানের দিকে শাখা- প্রশাখার ন্যায় ছড়িয়ে দেয়। আর সর্বদা তা ফল দিতে থাকে।[ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন:২/২৯৯]

উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি-

الله عليه مَن شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وان محمد رسول الله حرم النار

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ তাআলার রাসুল। আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন। "উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি-

الله عليه مَن شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وان محمد رسول الله حرم النار

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ তাআলার রাসুল। আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন। "[সহিহ মুসলিম :২৯]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ফজিলত সম্পর্কে সবচেয়ে উত্তম দলিল হল-

'হাদিসুল বিতাকা' যা সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি। তিনি বলেন-

عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُهُ الْبَصَرِ ثُمَّ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً كُل سجل . مِثْلُ مَا يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ . هَذَا شَيْئًا أَظْلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجِلَاتِ فَقَالَ إِنَّكَ

لَا تُظْلَمُ . قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلاتُ فِي كِفَةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَةٍ فَطَاشَتِ السجلاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْء ٌ

"আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে পৃথক করে এনে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো থেকে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পারবে? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর জুলুম করেছে? সে বলবে, না। হে রব!"

তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না। হে আমার রব! তিনি বলবেন, আমার নিকট তোমার একটি সাওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু জুলুমও করা হবে না। তখন ছোট একটি কাগজের টুকরো বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে, 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল।'

তিনি তাকে বলবেন, দাড়িপাল্লার সামনে যাও। সে বলবে, হে প্রভু! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওজন হবে? তিনি বলবেন, তোমার উপর কোন জুলুম করা হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওজনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তাআলার নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হতে পারে না।
[সুনানুত আস সুনান, তিরমিজি: ২৬৩৯, ইবনু মাজাহ: ৪৩০]

অপর এক হাদিসে সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

একবার এক বাগানে স্বীয় জুতা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দান করেন এবং বলেন-

اذهب بنعلي هاتين ، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إِلَّا اللهُ مُسْتَيقنا بها قلبه فبشره بالجنة

"আমার এ জুতা জোড়া নিয়ে যাও এবং দেয়ালের ওপাশে তুমি এমন যাকেই পাও, যে পুরো বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেয় তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।"[সহিহ মুসলিম: ৩১]
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لقنوا موتاكم لا إلهَ إِلَّا اللهُ؛ فَإِنَّ مَن كان آخر كلمته لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عند الموت؛ دخل الجنَّةَ يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابَه

"তোমরা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তালকীন দিতে থাক। কেননা যার শেষ মুহুর্তে শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর পূর্বে সে যেমন আমলই করুক না কেন। "[সহিহ মুসলিম: ৯১৭ আস-সুনান ইবনু মাজাহ: ১৪৪৪, ইবনু হিব্বান: ৩০০৪]
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَا قَالَ عَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

"কোন বান্দা সততার সাথে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বললে তার জন্য আকাশের দ্বারগুলো খোলা হয়। ফলে উক্ত কালিমা আরশে আজিম পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যতক্ষণ সে কবিরা গুনাহ ত্যাগ করে।" [আস-সুনান, তিরামজি: ৩৫৯০]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ফাযায়েল' বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন-

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরিক নেই।"

এটি এমন কালিমা, যার মাধ্যমে আসমান জমিন স্থির রয়েছে। আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টিকে এই ফিতরাতের উপরই সৃষ্টি করেছেন। দীনের মূলভিত্তি এই কালিমা। এই কালিমার ভিত্তিতেই কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কালিমার ভিত্তিতেই জিহাদের ময়দানে তরবারি কোষমুক্ত করা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল বান্দাকে এই কালিমা পড়ার জন্যই নির্দেশ দিয়েছেন। এই কালিমা আল্লাহ তাআলার সেই স্বভাবজাত বিষয় যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই কালিমা তাঁর উলুহিয়্যাত তথা ইবাদতের চাবি। এই কালেমার মাধ্যমেই রাসুলগণ নিজ জাতিদেরকে ইবাদতের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। এটিই হচ্ছে ইসলামের কালিমা এবং শান্তিময় স্থানের চাবি। সবধরণের ফরজ ও সুন্নতের ভিত্তি। যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন:১/৪]

তাকওয়ার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

মুসলিমের জীবনে তাকওয়ার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব রয়েছে বিশাল। মহান আল্লাহর দ্বীনে তাকওয়ার মর্যাদা রয়েছে অপরিসীম।

মানুষ তাকওয়ার পোশাক থেকে এক মুহূর্তের জন্যও উদাসীন হতে পারবে না। তাকওয়া ছাড়া মানুষের কোনো মূল্যই নেই, সম্মান নেই, সফলতা নেই। **কবি আবুল ইতাহিয়া** কতই-না সুন্দর বলেছেন,

إِذَا المَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَاً مِنَ التُّقَى *** تقلب عُرْيَانَاً ولو كَانَ كَاسِيَا

وَخَيْرُ لِبَاسِ المَرْءِ طَاعَةُ رَبِّهِ *** وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ اللهِ عَاصِيَا

"মানুষ যখন তাকওয়ার পোশাক ছেড়ে দেয়, সে মূলত বিবস্ত্রই থাকে যদিও তার গায়ে থাকে পরিধানের পোশাক।

মানুষের সর্বোত্তম পোশাক হলো তার রবের আনুগত্য। আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তির মধ্যে কোনোই কল্যাণ নেই।"[ইবনু রজব হাম্বলি, লাতাইফুল মাআরিফ, ১১২। (তদীয়) ফাতহুল বারি, ১/১০০]

তাকওয়া হল আল্লাহর নৈকট্যদাতা, তাঁর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির হেতু। এই জন্য কুরআন কারীমে বারংবার তার কথা বলা হয়েছে। প্রায় ২৫০ থেকেও বেশি জায়গায় তিনি তাকওয়া সম্বন্ধে বান্দাকে অসিয়ত ও নসীহত করেছেন। এর অর্থ এই যে, তাকওয়ার বড় গুরুত্ব আছে এবং আল্লাহর কাছেও তার বিশাল মর্যাদা আছে।

তাকওয়া হল একটি দ্বীনী নিয়ন্ত্রক, যা বান্দাকে কল্যাণের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখে। এর পর তার উপরে নজরদারি ও খবরদারির কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে না। তাকওয়ার নিয়ন্ত্রণে তার জীবন-গাড়ি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে চলমান থাকে।তাকওয়া হল মানুষকে ভালোর পথে অন্যতম চালিকাশক্তি। যার সাহায্যে সে পথভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণ পায়।

তাকওয়া হল মুসলিমের জন্য প্রত্যেক অমঙ্গল, অশুভ ও অসৎ পথের বাধা স্বরূপ। ফলে সে তাকওয়া ও সৎ ছাড়া অন্য পথে ধাবিত হয় না।

বর্তমান বিশ্বের এই বিলাসবহুল জীবনে মানুষের অন্তরাত্মায় নানা ঔদাস্য বাসা বেঁধেছে। পার্থিব জীবনের চাকচিক্য দর্শন করে মানুষ পারলৌকিক জীবনের সুখের কথা যেন

ভুলেই বসেছে। লোকের ধারণা জন্মেছে, যেন এই জাগতিক সংসারের চরম সুখই পরম সুখ। জাগতিক সাফল্য ও আনন্দের ভোগ-বিলাসই মহাসাফল্য।

বড় দুঃখের বিষয় বর্তমান সুখের এই ক্ষণিকের অস্থায়ী আনন্দে আত্মহারা হয়ে, তারা চিরস্থায়ী সুখের কথা বিস্মৃত হয়েছে। বর্তমানের ক্ষণস্থায়ী চরম সুখ তাদের চোখে অন্ধত্ব আনয়ন করেছে, ফলে তারা চিরস্থায়ী সুখের দৃশ্য দর্শন করতে সক্ষম নয়। এই কৃত্রিম সুখের বিভোলতা তাদেরকে প্রকৃত সুখের ঠিকানা সম্বন্ধে উদাসীন করেছে। হায়! তারা যদি জাগ্রত হতো ও জানত যে, প্রকৃত সুখ আছে তাকওয়ায়, প্রকৃত সুখী হল মুত্তাক্বীগণ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,
وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (٤٣) وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

"সত্যপ্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে এ আশংকা না থাকলে পরম দয়াময়কে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে তিনি দিতেন ওদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত ছাদ এবং সিঁড়ি; যাতে তারা আরোহণ করত। দিতেন তাদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক এবং স্বর্ণালংকার। কিন্তু এ সব তো পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। আর মুত্তাক্বী (সাবধানী)দের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পরকাল।" (যুখরুফ: ৩৩-৩৫)

মহান আল্লাহ আমভাবে মানবমন্ডলীকে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছেন। আর খাসভাবে মুসলিমদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাকওয়া হল একটি বিশ্বাসগত ও কর্মগত ওয়াজিব জিনিস। এ ব্যপারে কুরআন-সুন্নাহ ও উলামাদের বাণীতে ভূরিভুরি বর্ণনা ও বিবৃতি রয়েছে।

মহান আল্লাহ তাঁর নবীকেও তাকওয়ার আদেশ দিয়ে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًاحَكِيمًا

“হে নবী! তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (আহযাবঃ ১)

তিনি মু'মিনদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (আলে ইমরান: ১০২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” (মায়িদাহঃ ৩৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।” (তাওবাহঃ ১১৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً

“হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।” (আহযাবঃ৭০)

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

“ঘোষণা ক'রে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে

কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।” (যুমারঃ ১০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ٌ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দ্বিগুণ দান করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (হাদীদঃ ২৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।” (হাশর: ১৮)

না, এমন নয় যে, তাকওয়ার যে আদেশ করা হচ্ছে, তা যেভাবেই হোক পালন করতেই হবে। বরং তা সাধ্যমতো পালন করতে হবে। যেহেতু তিনি কারো উপর তার সাধ্যের বাইরে ভারার্পণ করেন না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। আর যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম।” (তাগাবুনঃ ১৬)

সকল নবি রাসুলগণই স্ব-স্ব উম্মতকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা যত রাসুল প্রেরণ করেছেন তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের উম্মতকে তাকওয়া আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। সর্ব প্রথম নুহ আলাইহিস সালাম স্বীয় উম্মতকে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

'আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় কর না। [সূরা মুমিনুন:২৩]

অন্যত্র আরেক আয়াতে এসেছে-

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

'নুহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের কি ভয় নেই?[সূরা শুআরা:১০৫-১০৬]
নুহ আলাইহিস সালামের পর নবি হুদ আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে সেই আদেশই দিয়েছিলেন যা নুহ আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَّقُونَ

'যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলল তোমরা কি ভয় কর না![সূরা শুআরা:১২৪]

হুদ আলাইহিস সালাম এর পর সালিহ আলাইহিস সালাম আসলেন। তিনিও স্বগোত্রের লোকদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحُ أَلَا تَتَّقُونَ

'যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বলেছিল তোমরা কি ভয় কর না![সূরা শুআরা:১৪২]

অনুরূপ শুআইব আলাইহিস সালাম এর আলোচনা হয়েছে-

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ

'যখন তাদেরকে শুআইব বলল যে, তোমরা কি ভয় কর না!![সুরা শআরা:১৭৭]

ইবরাহিম খলিল আলাইহিস সালাম তার গোত্রকে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

'আর ইবরাহিমকে স্মরণ কর যখন সে তার গোত্রকে বলেছিল,তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাকে ভয় কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। সূরা আনকাবুত:১৬)

এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য বেশি বেশি অসিয়ত করেছেন।

কুরআন পাঠকারী যখন তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তখন সে জানতে পারবে যে এর মাঝে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে তাকওয়া অবলম্বন করার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন।কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা কমবেশ ষাটবার 'واتقوا الله' 'অথবা 'اتقوا ربكم' শব্দের সাথে তাকওয়ার আদেশ দিয়েছেন।তাকওয়া হল পূর্বাপর সমগ্র মানবমন্ডলীর প্রতি মহান আল্লাহর অসিয়ত। তিনি ইরশাদ করেছেন ,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا

الله

"তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।” (নিসাঃ ১৩১)

মুফাস্সির কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তাকওয়ার নির্দেশ সকল উম্মতের জন্য ব্যাপক। কিছু উলামা বলেছেন, এই আয়াতটি কুরআনের সকল আয়াতের জন্য যাঁতা-চাকির মতো। কারণ পুরো কুরআন তারই উপর ঘোরে।' (তফসীর কুরতুবী ৫/৪০৮) আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেন তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পার।' [সূরা বাকারা:১৮৯]

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে সাথে রয়েছেন।' [সূরা বাকারা:১৯৪]

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। সন্দেহাতীতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর আজাব খুব কঠিন।' [সূরা বাকারা:১৯৬]

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। [সূরা বাকারা:২২৩]

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্ববিষয়েই জ্ঞানী।' [সূরা বাকারা:১৩১]

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন। '[সূরা বাকারা:২৩৩]

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর। [সূরা বাকারা:২৭৮]

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

'ঐ দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। [সূরা বাকারাঃ২৮১]

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছুই জানেন। '[সূরা বাকারাঃ২৮২]
যেহেতু ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত, গুপ্ত বা প্রকাশ্য এমন কোন মঙ্গল নেই, যার প্রতি পৌঁছনোর জন্য আল্লাহর তাকওয়া পথ বা মাধ্যম নয়। আর ত্বরান্বিত ও প্রকাশ্য এবং বিলম্বিত ও গুপ্ত এমন কোন অমঙ্গল নেই,যার অনিষ্টকারিতা থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তিলাভের জন্য মহান আল্লাহর তাকওয়া মজবুত রক্ষামন্ত্র ও সুরক্ষিত দুর্গ নয়।

তাকওয়া হল উম্মতের প্রতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অসিয়ত

ইরবায ইবনে সারিয়াহ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ এ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।' তিনি বললেন,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأْمُر عَلَيْكُمْ عَبْدٌحَبَشِيٌّ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِسُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) ক্রীতদাস রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবুত করে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" (আবু দাউদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২নং)

মহানবী (সাঃ)আবু যার গিফারী (রাঃ)-কে অসিয়ত করে বলেছিলেন,

أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنُ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَا تَقْبِضُ أَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ

"আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, তুমি গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর ভয় রাখবে, খারাপ কিছু করলে ভাল কাজ করবে, কারো নিকট হতে অবশ্যাই কিছু চাইবে না; এমনকি সওয়ারীর পিঠে বসে থাকা অবস্থায় তোমার হাত হতে চাবুকটি পড়ে গেলেও, তা কাউকে তুলে দিতে বলবে না। কোন আমানত গ্রহণ করবে না। আর দু'জনের মাঝে মীমাংসাকারী হবে না।" (আহমাদ ২ ১৫৭৩, সহীহ তারগীব ৮১০নং)

আবু হুরাইরা(রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি সফরের পূর্বে নবী(সাঃ)-এর নিকট অসিয়ত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অসিয়ত করুন।' তিনি বললেন,

أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ

"আমি তোমাকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার এবং প্রত্যেক উঁচু জায়গায় তকবীর দেওয়ার অসিয়ত করছি।" (আহমাদ ৮৩১০, তিরমিযী ৩৪৪৫, ইবনে মাজাহ ২৭৭ ১, সিঃ সহীহাহ ১৭৩০নং)

আনাস বলেন, এক ব্যক্তি নবী-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি সফর করার ইচ্ছা করছি। সুতরাং আমাকে কিছু পাথেয় দিন।' তিনি উত্তরে এই দুআ দিলেন, 'যাউওয়াদাকাল্লা-হুত্ তাকওয়া।' অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে তাকওয়া (সংযমশীলতা)র পাথেয় দান করুন।

লোকটি পুনরায় বলল, 'আমাকে আরো পাথেয় দিন।' তিনি দুআ দিয়ে বললেন, 'ওয়া গাফারা যাম্বাকা।' অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন। লোকটি আবার নিবেদন করল, 'আমাকে আরো দিন।' তিনি পুনরায় দুআ দিয়ে বললেন, 'ওয়া য়্যাস্সারা লাকাল খাইরা হাইয়ুমা কুন্ত।' অর্থাৎ, তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ যেন তোমার জন্য কল্যাণ সহজ ক'রে দেন। (তিরমিযী ৩৪৪৪, সঃ জামে' ৩৫৭৯নং)

যেহেতু মহান আল্লাহ হজ্জ সফরের ক্ষেত্রে বলেছেন,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর। আর তাক্বওয়া (আত্মসংযম) ই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর। (বাক্বারাহঃ ১৯৭) আবু যার বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অসিয়ত করুন।' তিনি বললেন,

أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، فَإِنَّهُ رَأْسُ الأَمْرِ كُلِهِ.((

"আমি তোমাকে আল্লাহ-ভীতির অসিয়ত করছি, কারণ তা সকল বিষয়ের প্রধান।" (ইবনে হিব্বান ৩৬১, সঃ তারগীব ১৪২২, ২২৩৩নং)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে পৃথকভাবে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ করতেন। যেমনিভাবে সকল উম্মতকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন।

আবু যার জুন্দুব বিন জুনাদাহ(রাঃ) ও মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَوَجَلّ
النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

"তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।" (তিরমিযী ১৯৮৭নং)

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা কিছু লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! হে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! হে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র! হে আমাদের সর্দার! হে আমাদের সর্দারের পুত্র!'

এ সব শুনে রাসুলুল্লাহ। বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের তাকওয়ায় প্রতিষ্ঠিত থাকো। আর অবশ্যই যেন শয়তান তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ এবং আল্লাহর রসূল। আল্লাহর কসম! আমি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সেই স্থানের উর্ধে উত্তোলন কর, যে স্থানে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল আমাকে উত্তোলন করেছেন। (আহমাদ ১২৫৫১ সিঃ সহীহাহ ১০৯৭নং)

একদা মহানবী স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলেছিলেন,

يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرِّفْقِ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ

"হে আয়েশা! তুমি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার তাকওয়া ও নম্রতা অবলম্বন কর। যেহেতু নম্রতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমন্ডিত (মনোহর) করে তোলে। আর যে বিষয় থেকে তা তুলে নেওয়া হয়, সে বিষয়কে সৌন্দর্যহীন (মান) ক'রে ফেলে।" (আহমাদ ২৪৩০৭, ২৫৮৬৩, সঃ জামে' ৭৯২৭নং)

এক ঈদের সমাবেশে বাদ নামায তিনি খুতবা দিলেন। তিনি তাতে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন ও তাঁর আনুগত্য করতে লোকেদেরকে উৎসাহিত করলেন। লোকেদেরকে ওয়ায-নসীহত করলেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট গিয়ে তাদেরকেও ওয়ায-নসীহত করলেন। (মুসলিম ২০৮৫নং)

একদিন যোহরের নামায পড়ে তিনি লোকেদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা নিজেদের জায়গায় অবস্থান করো।' অতঃপর তিনি পুরুষদের উদ্দেশ্যে বললেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্ল আমাকে আদেশ করছেন, যাতে আমি তোমাদেরকে এই আদেশ করি যে, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।"

অতঃপর তিনি কাতার ভেদ করে মহিলাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্ল আমাকে আদেশ করছেন, যাতে আমি তোমাদেরকে এই আদেশ করি যে, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।” (আহমাদ ১৯৪৮৮, ১৯৭০৩নং)

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বলো।” (আহযাব:৭০)

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদ ও সালাতের পর তাঁর প্রয়োজনের আলোচনা করতেন। এছাড়াও নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সাহাবাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন। যেগুলোর কিছু বর্ণনা এই-

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ خُلُقٍ حَسَنٍ

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপকাজ হয়ে যাওয়ার পর সাথে সাথে নেক কাজ করতে থাক।নেক কাজ পাপকে মিটিয়ে দেয়। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর। [আস-সুনান, তিরমিজি শরিফ: ১৯৮৭]

আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহু বলেন যে, এখানে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকওয়া এবং উত্তম চরিত্র একসাথে বর্ণনা করেন যে, তাকওয়া আল্লাহ তাআলা ও বান্দার পারস্পরিক ব্যাপারগুলো সংশোধন করার মাধ্যম। আর উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে বান্দা ও মাখলুকের পারস্পরিক ব্যাপারগুলো সংশোধিত হয়। [আল ফাওয়ায়িদ: ৬৯]

সাইয়িদুনা আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন-“আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটিই হচ্ছে সকল জিনিসের মূল।"[সিলসিলা সহিহাহ:৫৫৫]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ। আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি। অতএব, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "অবশ্যই তুমি আল্লাহ তাআলার ভয় (তাক্বওয়া) অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উচ্চ জায়গায় যাওয়ার সময় তাকবির ধ্বনি দিবে। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল সে সময় রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! তার পথের ব্যবধান কমিয়ে দাও। তার জন্য সফর সহজতর করে দাও।"[আস-সুনান, তিরমিজি: ৩৪৪৫ ইমাম আস-সুনান, তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন]

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি-তিনি বিদায় হজ্জের খুতবায় বলেছেন-

اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ . قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثِينَ سَنَةً

"তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। তোমাদের উপর ফরজকৃত পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায় কর। তোমাদের উপর ফরজকৃত মাসের রোজা রাখ। তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর। তোমাদের আমিরের আনুগত্য কর। তাহলেই তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। [আস-সুনান, তিরমিজি: ৬১৬ ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লহু হাদিসটি হাসান সহিহ বলেছেন।]

সাইয়িদুনা নুমান ইবনু বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। [আস-সহিহ, আল-বুখারি: ২৫৮৭, সহিহ মুসলিম: ৬২৩]

সাইয়িদুনা জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اتقوا الله في النساء

| "মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। [সহিহ মুসলিম: ১২১৮]
মহানবী এ প্রতিবেশী ও মেহমানের ক্ষেত্রে এবং কথা বলার ক্ষেত্রে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করতে বলতেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ لِيَسْكُتُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিবেশীর সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজ মেহেমানের খাতির করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং হক কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।" (আহমাদ ২০২৮৫নং)

মহানবী(সাঃ) রুযী অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ مِنَ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الْحَرَام.«

"তোমরা রুজী সন্ধানের ব্যাপারে জলদিবাজি করো না। পৃথিবীতে কোন বান্দাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ রুযী অর্জন না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং রুযী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও স্বাভাবিক বৈধ পথ) অবলম্বন কর। হালাল উপায় গ্রহণ কর এবং হারাম উপায় বর্জন কর।" (ইবনে মাজাহ ২১৪৪, হাকেম ২ ১৩৫, বাইহাকী ১০৭০৭, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩১০৯, সহীহুল জামে' ৭৩২৩নং)

তিনি ইসলামী দাওয়াত ও দেশজয়ের ক্ষেত্রে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

إِنَّكُمْ مُصِيبُونَ وَمَنْصُورُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ
وَلْيَنْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

"অবশ্যই তোমরা (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) প্রাপ্ত, সাহায্যপ্রাপ্ত ও জয়যুক্ত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সময় প্রাপ্ত হবে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দান করে। আর যে ব্যক্তি আমার নামে স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলবে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" (আহমাদ ৩৬৯৪, তিরমিযী ২২৫৭, সিঃ সহীহাহ ১৩৮৩নং)

বুরাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাঃ) যখন কোন সেনাদল বা অভিযানের কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে আল্লাহভীতি ও তার মুসলিম সঙ্গীদের ব্যাপারে কল্যাণের অসিয়ত করতেন। (মুসলিম ৪৬১৯নং, প্রমুখ)

রাসলুল্লাহ একদা আব্দুল্লাহ বিন আমর(রাঃ) কে সম্বোধন করে বললেন, "তোমার কী অবস্থান হবে তখন, যখন (সৎ লোক তুলে নেওয়া হবে এবং) তুমি নিকৃষ্ট মানের লোকেদের মাঝে অবশিষ্ট থাকবে? তাদের প্রতিশ্রুতি-চুক্তি পালনের অভ্যাস ও আমানতদারি নষ্ট হয়ে যাবে। তারা ভালোমন্দে মিশে এই রকম (একাকার) হয়ে যাবে।"

এই সাথে তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির ফাঁকে প্রবেশ করালেন। আব্দুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন।' তিনি বললেন,

اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّتِكَ وَإِيَّاكَ وَوَت
"তুমি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লকে ভয় করবে। আর যেটা ভালো, সেটা গ্রহণ করবে এবং যেটা আপত্তিকর, সেটা বর্জন করবে। তুমি তোমার নিজের চিন্তা করবে এবং তাদের আম জনসাধারণকে বর্জন করবে।" (আহমাদ ৬৫০৮, সিঃ সহীহাহ ২০৫নং)

কাউকে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজে রত দেখলে মহানবী এ তাকে 'আল্লাহ-ভীতির আদেশ দিয়ে সতর্ক করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বলেন, এক ব্যক্তি তার উটকে ঠিকমত খেতে দিত না, উপরন্ত কষ্ট দিত। তার পাশ দিয়ে রহমতের নবী (সাঃ) এ-কে পার হতে দেখে উটটি আওয়াজ দিল এবং তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি উটের মালিককে ডেকে বললেন,

أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُه

"তুমি এই জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না কেন, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? ও তো আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি ওকে ভুখা রাখ এবং কষ্ট দাও!" (আহমাদ, আবু দাউদ ২৫৫১, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০নং)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে যোহরের নামায পড়লেন। শেষের কাতারে এক ব্যক্তি ছিল, সে সঠিকভাবে নামায পড়েনি। তিনি সালাম ফেরার পর তাকে ডাক দিয়ে বললেন,

يَا فُلَانُ! أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ ؟ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّي؟ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا تَصْنَعُونَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يدي

"ওহে অমুক! তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? তুমি কি জানো না,কীভাবে নামায পড়তে হয়? তোমরা মনে কর যে, তোমরা যা কর, তা আমার নিকট গোপন থাকে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আমার পিছনের জিনিস দেখি, যেমন আমি আমার সামনের জিনিস দেখে থাকি।" (আহমাদ, হাকেম ৮৬ ১, ইবনে খুযাইমাহ ৪৭৪, সিঃ সহীহাহ ১৬০৩নং)

সাহাবী উসমান বিন মাযউন(রাঃ) আবেগময় ইবাদত শুরু করেছিলেন। সংসার-বিরাগী হয়ে সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মন দিয়েছিলেন। মহানবী তাঁকে বলেছিলেন,

يَا عُثْمَانُ (إني لم أومر بالرهبانية) أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي.«

"হে উসমান! আমাকে সন্ন্যাসবাদে আদেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হয়েছ?" উসমান বললেন, 'না হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর কসম! আমি তো আপনার তরীকাই অনুসন্ধান করছি।' তিনি বললেন,

»فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّى وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَم«ْ

"তাহলে (শোনো! আমার তরীকা হল,) আমি (রাতে) ঘুমাই এবং নামায পড়ি, (কোনদিন) রোযা রাখি এবং (কোনদিন) রাখি না, মহিলাদেরকে বিবাহ করি (স্ত্রী-মিলন করি)। অতএব তুমি আল্লাহকে ভয় করো হে উসমান! নিশ্চয় তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে, তোমার উপর তোমার নিজের হক আছে। সুতরাং তুমি রোযা রাখো ও ছাড়ো, নামায পড়ো ও ঘুমাও।" (আহমাদ ২৬৩০৮, আবু দাউদ ১৩৭ ১, দারেমী ২ ১৬৯, সঃ জামে' ৭৯৪৬নং)

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (সাঃ) এক মহিলার পাশ দিয়ে পার হলেন। সে (তার মৃত শিশুর) কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর, আর ধৈর্য ধর।" মহিলাটি (যেন রেগে উঠে) বলল, 'সরে যাও আমার কাছ থেকে আমার যা মুসীবত, তা তোমার কাছে আসেনি!'

আসলে মহিলাটি তাঁকে চিনতে পারেনি। পরে কেউ তাকে বলল যে, তিনি আল্লাহর রসূল! এ কথা শুনে তার যেন মরণদশা উপস্থিত হল। মহিলাটি আল্লাহর রসূল-এর দরজায় এল। দেখল, দরজায় কোন দারোয়ান নেই। সুতরাং সরাসরি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি!' আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন,

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولى

"বিপদের প্রথম চোটেই ধৈর্য ধরা হল আসল ধৈর্য।” (বুখারী ১২৮৩, মুসলিম ২১৭৯নং)

নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ)-এর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ(সাঃ) -এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। (কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।)' নবী(সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?" তিনি বললেন, 'না।' নবী বললেন, "তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছ?” তিনি বললেন, 'না।' রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বললেন,

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُم

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ (দান) ফিরিয়ে নিলেন।” (বুখারী ২৬৫০, মুসলিম ৪২৬২-৪২৭৪নং)

বলাই বাহুল্য যে, মহানবী -এর জীবন ছিল মহান আল্লাহর তাকওয়া দিয়ে মোড়া এবং তিনি নিজে সর্বশ্রেষ্ঠ মুত্তাক্বী ছিলেন। তিনি উম্মতকে আল্লাহর তাকওয়ার আদেশ দিতেন।

মহানবী যেমন তাকওয়ার অসিয়ত ও আদেশ করতেন, তেমনি তাঁর অনুসরণ করে তাঁর সাহাবায়ে কিরাম একই অসিয়ত ও আদেশ করে গেছেন।

এখান হতে বুঝা যায় যে, বড় মুত্তাক্বী হলেও তাকওয়ার অসিয়ত ও নসীহতের মুখাপেক্ষী হতে পারে এবং তাকে তাকওয়ার অসিয়ত ও নসীহত করা যেতে পারে। যেহেতু অনেক সময় তাক্বওয়া দুর্বল হতে পারে, তা সবল করা, অনেক সময় বিস্মৃত

হতে পারে, তা স্মরণ দেওয়া এবং অনেক সময় কম থাকে, তা বৃদ্ধি করার অসিয়ত ও নসীহতের প্রয়োজনীয়তা আছে।

তাকওয়ার গুরুত্ব এবং আল্লাহর নিকট এর মর্যাদা এত অধিক যে, পৃথিবীতে যখন তাওহিদের দাওয়াত দেওয়া বিরাট কঠিন কাজ ছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা সর্বাধিক ধৈর্যধারণকারী, বীর-বাহাদুর, পূত-পবিত্র ও সকল উত্তম গুণের সমাহার রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের ইসলামের জন্য নির্বাচন করেছেন, অতঃপর নবুয়তের ধারক নবি-রাসুলগণকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান অর্জনের জান্য আল্লাহ তায়ালা তাকওয়াকে সর্বোত্তম পাথেয় নির্ধারণ করেছেন।

তাকওয়া কিছু অভ্যাস বর্জন এবং হকের পথ অবলম্বন করার নাম। এজন্য তাকওয়ার দাওয়াত ও তাওহিদের দাওয়াতের ন্যায় গুরুত্বের সাথে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বন না করার কারণে অহংকারী লোকদের নিন্দা ও তিরস্কার করেছেন।তাকওয়ার শুভ পরিণতির কারণে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মৃত্যু পর্যন্ত তাকওয়ার ওপর অটল ও অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার ভয় ও তাকওয়া অনেক বড়ো হেকমত ও বিশাল নিয়ামত। প্রত্যেক কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দরজা।

কবি বলেন,

'কোনো প্রকার পাথেয় ছাড়া কীভাবে তুমি এমন এক দেশে যাত্রা করছ, যেখানে তাকওয়া ছাড়া আর কিছু তোমার উপকারে আসবে না? যার নিকট তাকওয়া নেই, কিয়ামতের দিন মহান রবের নিকট তার কোনো ওজর কাজে আসবে না।'

মুত্তাকির পরিচয়

সাধারণত মুত্তাকি শব্দের অর্থঃ সংযত, ভীরু, আত্মসংযমী, সংযমী, সংযমশীল, সাবধানী, পরহেযগার, ধর্মভীরু, আল্লাহ-ভীরু ইত্যাদি।
মুত্তাকি হল সেই ব্যক্তি, যে এমন কর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখে, যা করলে বা না করলে শাস্তি পেতে হবে।
মুত্তাকি হল, যে আনুগত্য করে এবং অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকে।

মুত্তাকির কাছাকাছি কতিপয় পারিভাষিক শব্দ—

১. আল্লাহর অলী, আওলিয়া

এ কথা বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে যে, যারা মুত্তাকিন, তারাই আওলিয়া।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنوا وكانوا يَتَّقُونَ

"মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিষণ্ণ হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে থাকে।" (ইউনুসঃ ৬২-৬৩)

২.স্বালেহ, স্বালেহীন (নেক বা সৎলোক)

স্বালেহ মানে সৎলোক, সৎকর্মপরায়ণ বা সৎশীল। মুত্তাকিরাও স্বালেহীন; যারা স্বালেহ বা নেক আমল করে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে স্বালেহ (ভালো) করে নিয়েছে। আর নেক আমল যেটা শরীয়ত অনুযায়ী করা হয় এবং বদ আমল বর্জন করা হয়।

কুরআন মাজীদে এই মুমিনদের কথা অনেক জায়গাতেই উল্লিখিত হয়েছে।

যেমন তিনি বলেছেন,

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

"(বল,) নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।" (আ'রাফঃ ১৯৬)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

"আমি (যবুর) কিতাবে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, 'নিশ্চয় আমার সৎশীল বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।" (আম্বিয়াঃ ১০৫)

হাদীসে এসেছে, মহানবী(সাঃ) বলেছেন,

رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.»

"নেক লোকের স্বপ্ন নবুঅতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।" (আহমাদ ৮১৬১, মুসলিম ৬০৫০নং)

অর্থাৎ, নেক মু'মিন স্বপ্ন যোগে ভবিষ্যতের খবর জানতে পারে। যেমন, অহীর দ্বারা পয়গম্বরদেরকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত করা হত।

তিনি আরো বলেছেন

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান (স্বালেহ বা নেক) বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।' তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার; যার অর্থ, "কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়নপ্রীতিকর কী পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" (সূরা সাজদাহ ১৭ আয়াত, বুখারী ৩২৪৪, মুসলিম ৭৩১০-৭৩১২নং)

৩.সাহেবে ইস্তিক্বামাহ, মুস্তাক্বীম

দ্বীনের পথে অচ্যুত থাকাকে আরবীতে 'আল-ইস্তিক্বামাহ; বলা হয়।

'ইস্তিক্বামাত'-এর উদ্দেশ্য হল, মহান আল্লাহর নির্দেশকে মজবুত সহকারে পালন করা, চাহে তা আদেশ পালনে হোক অথবা নিষেধ পালনে।'

অন্য শব্দে এও বলা যেতে পারে, আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের ছেদহীন অনুসরণ করা এবং তা হতে এক চুল পরিমাণ বিচ্যুত না হওয়ার নাম 'ইস্তিক্বামাত'। যেন 'ইস্তিক্বামাত'-এর প্রকৃতত্ব হল এই যে,

প্রথমতঃ বান্দা প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী হবে।

দ্বিতীয়তঃ সে ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা থেকে দূরে থাকবে।
তৃতীয়তঃ তার উপর স্থায়িত্ব ও নিরবচ্ছিন্নতা পাওয়া যাবে। (সরল পথের অটল পথিক দ্রঃ)

এই 'ইস্তিক্বামাহ'-ওয়ালাকেই 'মুস্তাকীম' বা 'সাহেবে ইস্তিক্বামাহ' বলা হয়।

৪.মুহসিন

মুহসিন (ইহসানকারী)র কয়েকটি অর্থ রয়েছে:-

১। ইহসান হল, দ্বীন ও ইবাদতের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়। ইসলাম ও ঈমানের উপরের স্তর।

এ হল মুখলিস বা খাঁটি লোক।

২। ইহসান মানে: অনুগ্রহ করা, সারা সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করা, সদ্ব্যবহার করা, পরোপকারী হওয়া।

৩। ইহসান মানে: কর্ম সুন্দর করা, দক্ষ ও সুনিপুণ হওয়া, সদাচারী হওয়া, সৎকর্ম করা। ইত্যাদি। ইবাদতের ক্ষেত্রে 'ইহসান' হল সর্বোচ্চ মর্যাদার। জাগতিক জীবনের ক্ষেত্রে তা হল 'আদলা' (ন্যায়পরায়ণতা) এর উর্ধ্বে। প্রাপককে সঠিক প্রাপ্য দেওয়া এবং গ্রাহক হয়ে সঠিক প্রাপ্য নেওয়া হল ন্যায়পরায়ণতা। আর প্রাপককে প্রাপ্যের

অধিক দেওয়া এবং গ্রাহক হয়ে প্রাপ্য থেকে কম নেওয়া হল 'ইহসান'। সুতরাং ন্যায়পরাণতা হল ওয়াজেব। আর 'ইহসান' হল মুস্তাহাব।

সুমহান আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং (ব্যয় না করে) নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না। আর তোমরা ইহসান (সৎকর্ম) কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিন (সৎকর্মশীল) দেরকে ভালবাসেন।" (বাক্বারাহঃ ১৯৫) আরো দেখুনঃ আলে ইমরানঃ ১৩৪, ১৪৮, মায়িদাহঃ ১৩, ৯৩

মহান আল্লাহ মুহসিনদের সঙ্গে থাকেন। তিনি বলেছেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন।" (আনকাবুতঃ ৬৯)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা মুত্তাকি হয় ও মু'মিন হয় ও সৎকাজ করে, অতঃপর মুত্তাক্বী হয় ও মু'মিন হয়, পুনরায় মুত্তাকি হয় এবং মুহসিন হয়। আর আল্লাহ মুহসিনগণকে ভালবাসেন।" (মায়িদাহঃ ৯৩)

তাঁর এ বাণী থেকে বুঝা যায় যে, তাক্বওয়া ইহসানের মঞ্জিলে পৌছে দেয় এবং ইহসান হল তাকওয়ার উপরের মঞ্জিল।

৫.তাইয়িব(পবিত্র বা ভালো লোক)

এ ব্যাপারে একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواالْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"যাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিস্তাগণ প্রাণ হরণ করে; ফিরিস্তাগণ (তাদেরকে) বলে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে, তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।" (নাহলঃ ৩২)

যে সকল লোকেদেরকে মৃত্যুর সময় ফিরিস্তাবর্গ জান্নাতের সুসংবাদ শোনাবেন, উক্ত আয়াতে তাদের একটি গুণ 'পবিত্র' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের মৃত্যু এমন সময় ঘটেছে, যখন তারা 'পবিত্র' ছিল। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারা মুত্তাকি (পরহেযগার), মু'মিনীন (ঈমানদার), তওহীদবাদী (শির্ক থেকে পবিত্র), নিজেদের কথা ও কর্মে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ইত্যাদি। যার অর্থ হল, যখন তাদের রূহ কবজ করা হয়েছে, তখন তারা মুত্তাকি ও ইস্তিক্বাত অবলম্বনকারী ছিল।

৬। ওয়ারে'

যে ব্যক্তি হারামে পড়ার আশঙ্কায় সন্দিগ্ধ জিনিস পরিহার করে, তাকে ওয়ারে' (পরহেযগার লোক) বলা হয়। সে সর্বদা দোষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে এমন জিনিসও বর্জন করে, যাতে কোন দোষ নেই।

সুতরাং যে জিনিসের শরয়ী বিধান বা প্রকৃতত্ব অজানা থাকে, সে সন্দিগ্ধ জিনিস ওয়ারে' ত্যাগ করে।

উদাহরণ স্বরূপঃ এমন পশুর মাংস, যার যবেহকারী সম্বন্ধে জানা নেই। তা না জেনেই খাওয়া হালাল কি না?

উলামাগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কিন্তু ওয়ারে' পরহেয করে তা ভক্ষণ করে না।

তদনুরূপ সে সন্দিগ্ধ পানীয় পান করে না, সন্দিগ্ধ শ্রাব্য শ্রবণ করে না। সন্দিগ্ধ দৃশ্য দর্শন করে না। সন্দিগ্ধ সম্পর্ক কায়েম করে না। ইত্যাদি। মহানবী এ আবু হুরাইরাহ-কে বলেছিলেন,

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ ، وَأَحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا ، وَأَحْسِنُ حوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

"হে আবু হুরাইরা! তুমি ওয়ারে' হও (নিজের মধ্যে পরহেযগারি নিয়ে এস), তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে। আর অল্পে পরিতুষ্ট হও, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশী কৃতজ্ঞ হয়ে যাবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন গণ্য হবে। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম বিবেচিত হবে। আর হাসি কম কর, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়।" (বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ ২৫২, ইবনে মাজা ৪২ ১৭নং)

৭। যাহেদ

'যাহেদ' বলা হয় বিষয়-বিতৃষ্ণ বা বিষয়-বাসনাহীন মানুষকে। তার কর্মকে 'যুহদ' বলা হয়।

আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য না দেওয়ার নাম হল 'যুহদ'।

তা হল, হিসাবের ভয়ে হালাল জিনিস বর্জন করা এবং শাস্তির ভয়ে হারাম জিনিস বর্জন করা।
ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং দুনিয়ার সুখভোগ ত্যাগ করা। দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে আখেরাতের প্রতি যত্নবান হওয়া।

দুনিয়ার এমন কাজকে বর্জন করা, যা করলে আখেরাতে কোন উপকার দেবে না।

দুনিয়ার প্রতি কোন লালসা না রাখা এবং আখেরাতকে অগ্রাহ্য ক'রে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে না পড়া।

সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কর্ম বলে দিন, আমি তা করলে যেন আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসে।' তিনি বললেন,

ازْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبّك اللهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبّكَ النَّاسُ

"দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন।আর লোকেদের ধন-সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে।" (ইবনে মাজাহ ৪১০২, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৪নং)

প্রকাশ থাকে যে, যুহদের মানে সংসারত্যাগী বা বৈরাগী হওয়া নয়।

মোটা খাওয়া, ছেঁড়া-ফাটা বা তালি-মারা পোশাক পরা 'যুহদ' নয়।

'যুহদ' মানে স্ত্রী-সন্তান, চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থোপার্জন থেকে দূরে থাকা নয়।

বরং জমিদার ও ধনী হয়েও 'যাহেদ' হওয়া যায়। কেবল মানসিকতার পার্থক্য এই যে, যাহেদের কাছে প্রাধান্য পাবে পরকাল, ইল্ম ও ইবাদত। দুনিয়া কামাতে গিয়ে সে আখেরাতকে নষ্ট করবে না।ধন-সম্পদের ব্যাপারে সে কার্পণ্য তো করবেই না, বিলাসিতাও করবে না, বরং তা আখেরাতের পথে ব্যয় করবে।

'দুনিয়া-দুনিয়া' ও 'টাকা-টাকা' ক'রে আখেরাত থেকে উদাসীন থাকবে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"আল্লাহ যা তোমাকে দান করেছেন, তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।" (ক্বাস্বাস্বঃ ৭৭)

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) যুহদ ও ওয়ারা'র মাঝে পার্থক্য বর্ণনা ক'রে বলেছেন, 'যুহদ হল, সেই জিনিস ত্যাগ করা, যা পরকালে কোন উপকারে আসবে না। আর ওয়ারা' হল, সেই জিনিস ত্যাগ করা, যা পরকালে ক্ষতি করবে বলে আশঙ্কা হয়।' (মাদারিজুস সালেকীন ২/১০)
আর 'সর্বশ্রেষ্ঠ যুহদ হল, যুহদ গোপন করা।' (আল-ফাওয়াইদ, ইবনুল কাইয়িম ১/১২৫)

৮। আবেদ, ইবাদী, ইবাদতগুযার

আবেদ হল সেই ব্যক্তি, যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ফরয ইবাদত পালন তো করেই, সেই সাথে নফল ইবাদত বেশিবেশি পালন করে থাকে।

৯। মুত্বী', অনুগত

এ হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর অনুগত, তাঁর রসূল-এর অনুগত এবং শরীয়তের নিয়মানুবর্তী।

১০। দ্বীনদার

যে ব্যক্তি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দ্বীন মেনে চলে।

১১। সূফী সাহেব

দেশীয় প্রচলিত পরিভাষায় পরহেযগার লোককে 'সূফী সাহেব' বলা হয়। অথচ প্রকৃতার্থে সূফীবাদী বা সূফীপন্থী একটি ভ্রান্ত ফির্কা।

মুত্তাকিনদের বৈশিষ্ট্য

মুত্তাকি হল প্রকৃত দ্বীনদার, খাঁটি ঈমানদার, অকৃত্রিম আল্লাহভীরু, যে ভয় করে আল্লাহকে, তাঁর আধ্যাচরণকে, তাঁর ক্রোধ, আযাব ও জাহান্নামকে।মুত্তাকি বান্দাদের কিছু গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অর্জন করলে উভয় জগতে সফলতা এবং আল্লাহ তায়ালার কাঙ্ক্ষিত প্রতিশ্রুতি লাভ করা যায়। কুরআনুল কারিমে মুত্তাকিদের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো-

ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ والْمُفْلِحُونَهُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون َ

'এই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; আছে মুত্তাকিদের জন্য জন্য পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্য সত্যকে বিশ্বাস করে, নামাজ আদায় করে, আর আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে; যারা বিশ্বাস করে যা তোমার কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে (অন্য নবিদের কাছে) অবতীর্ণ করা হয়েছিল; আর পরকালের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এ ধরনের লোকেরাই তাদের প্রভুর সঠিক পথে আছে এবং এরাই সফলকাম। [সূরা বাকারা:২-৫]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন-

১. গায়ব তথা অদৃশ্যের প্রতি ইমান আনা।

২. সালাত কায়েম করা।

৩. দান-সাদাকা ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা।

৪. কুরআন ও অবতীর্ণ অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের ওপর ইমান আনা।

৫. আখিরাতের প্রতি ইমান আনা।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য যে ধারণ করবে, সে চূড়ান্ত হিদায়াতের ওপর অটল থাকবে। দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যবান ও সফল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [তায়সিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান: ২৪]

খ. আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং সৎকর্ম হচ্ছে- আল্লাহ, কিয়ামত দিবস, ফেরেশতা এবং সকল নবি- রাসুলের ওপর ইমান আনা। আল্লাহকে ভালোবেসে আত্মীয়স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য ব্যয় করা। যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয়, কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈযধারণ করে। তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকি। '[সুরা বাকারা: ১৭৭]

এই আয়াতে মুত্তাকিদের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও আমলের কথা বলা হয়েছে। যেমন:

১. আল ইমান বিল্লাহ-আল্লাহর প্রতি ইমান আনা।

২. আল ইমান বিল-ইয়াওমিল আখির-কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান আনা।

৩. আল ইমান বিল-মালায়িকাহ-ফেরেশতাদের প্রতি ইমান আনা।

৪. আল ইমান বিল-কুতুব-আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনা।

৫. আল ইমান বির-রুসুল-রাসুলগণের প্রতি ইমান আনা।

৬. নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন, মুসাফির ও ভিক্ষুকদের দান করা এবং গোলাম আজাদ করা।

৭. সালাত কায়েম করা।

৮. জাকাত প্রদান করা।

৯. অঙ্গীকার পূরণ করা।

১০. অভাব-অনটন, অসুস্থতা ও সকল প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করা।

১১. সর্বদা সত্য বলা, সঠিক কাজ করা এবং সঠিক অবস্থানে থাকা।
উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য যারা ধারণ করবে এবং বর্ণিত আমলগুলো করবে, তারা তাদের ইমানের ব্যাপারে সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হবে। কেননা, এগুলো বান্দার ইমানকে সত্যায়িত করে। আর তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম। কেননা, তারা সকল আদিষ্ট বিষয় পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকে। এ বৈশিষ্ট্যের সব কটিই অধিকতর উত্তম ও কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ট্যগুলো সমস্ত ভালো ও উপকারী বিষয়কে ধারণ ও অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে যারা এ বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে ধারণ করবে, তারাই সত্যবাদী ও মুত্তাকি।[তায়সিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান: ৬৬]

আলোচিত আয়াতের মাঝে মহান আল্লাহ রাব্বল আলামিন সেসব আমলগুলোকে একত্রিত করেছেন যেগুলো 'বির' এর অন্তর্ভুক্ত। আর শেষে বলে দিয়েছেন, এই আমলগুলো সম্পাদনকারীরা হল মুত্তাকি বা তাকওয়াবান।

যখন এই সমস্ত আমল; যেগুলো মুত্তাকিদের আমল বলে কুরআনে অভিহিত করা হয়েছে, তা নিয়ে গভীর চিন্তা ফিকির করা হলে , দেখা যাবে সেই আমলগুলির মধ্যে পুরো দীন চলে এসেছে।

এই আমলগুলো নিম্নবর্ণিত তিন প্রকারের-

ক. আকিদা-বিশ্বাস: যা আয়াতে কারিমা থেকে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّين 'যে ইমান আনবে আল্লাহর উপর। কিয়ামত দিবসের উপর। ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবি-রাসুলগণের উপর।'

খ. প্রকাশ্য আমল: এই আয়াতে কারিমার মাঝে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার কথা বলা হয়েছে। আর সেটি বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। যেমন কিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির, ভিক্ষুক এবং যে ব্যক্তি অন্যের অধীনে রয়েছে অর্থাৎ গোলাম আজাদ করার মাধ্যমে। এবং আলোচর হয়েছে হয়েছে সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করার ব্যাপারোসে

গ. উত্তম চরিত্র: উত্তম চরিত্রের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা এখানে দু'টি চরিত্রের আলোচনা করেছেন। (এক) অঙ্গীকার পালন করা ও (দুই) সুখে-দুঃখে ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা।

তারপর আয়াতগুলোর শেষে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন, যারা এই সমস্ত আমলগুলো করবে তারাই হল সত্যবাদী, তারা তাকওয়াবানদের অন্তর্ভুক্ত।

গ. আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(৫৬)
الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

বলুন, আমি কি তোমাদের এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান দেবো না? যারা পরহেজগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত; যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত, তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং

আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ইমান এনেছি, কাজেই আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদের দোজগের আজাব থেকে রক্ষা করো। তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী। '[সুরা আলে ইমরান: ১৫-১৭]

এই আয়াতে মুত্তাকি বান্দাদের প্রশংসনীয়, বরকতময় বিশেষ আটটি বৈশিষ্ট্য, আমল ও গুণাবলির কথা বর্ণিত হয়েছে-

১. ইমানের ওসিলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট কোনো কিছু প্রার্থনা করা।

২. আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা ও মাগফিরাতের দুআ করা।

৩. জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি লাভের দুআ করা।

৪. আল্লাহর আনুগত্য, হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাকদিরের ওপর ধৈর্যধারণ করা।

৫. সর্বদা সত্য বলা, সঠিক কাজ করা এবং সঠিক অবস্থানে থাকা।

৬. বিনয়াবনতচিত্তে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করা।

৭. আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা।

৮. বিশেষভাবে শেষ রাতে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা। কেননা, মুত্তাকি বান্দাগণ যখন দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করতে করতে রাতের শেষ ভাগে উপনীত হয়, তখন বিনয়াবনত হয়ে আল্লাহর নিকট দুআ ও রোনাজারি করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। [তায়সিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান: ১০৩]

ঘ. আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (200)
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(208) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের চেষ্টা করো, যার বিশালতা আসমান-জমিনের ন্যায়, যা তাকওয়া যারা প্রস্তুত করা হয়েছে; যারা সুদিন ও দুর্দিনে আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাই এবং শীলদের ভালোবাসেন। যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করবে কে?তারা জেনেশুনে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জেদ ধরে থাকে না।'[সূরা আল-ইমরান:১৩৩-১৩৫]

এই আয়াতে মুত্তাকিদের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ছয়টি বৈশিষ্ট্য ও আমল বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, প্রাচুর্য, দরিদ্র, সুস্থতা ও অসুস্থতা-সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা।

২. ক্রোধ সংবরণ করা, কারও প্রতি ক্রোধান্বিত হলে তা প্রকাশ না করা; বরং এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করা।

৩. কথা বা কাজে দুর্ব্যবহাকারীদের প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া।

৪. গুনাহ করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহ তায়ালা গুনাহের যে শাস্তি এবং তাকওয়ার যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা স্মরণ করা।

৫. কবিরা বা সগিরা গুনাহ করলে তৎক্ষণাৎ তাওবা ও ইস্তেগফার করা।

৬. গুনাহের ওপর অটল না থাকা। পাপাচারে নিমজ্জিত না থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে নেওয়া।

এ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য যারা ধারণ করতে পারবে, পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন এবং দান করবেন নিয়ামতে ভরপুর জান্নাত, যার বিশালতা আসমান ও জমিনের ন্যায়। সেখানে এমন সকল নিয়ামত আল্লাহ রেখেছেন-যা চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শ্রবণ করেনি এবং অন্তর কখনো কল্পনাও করেনি। [তাফসিরে ইবনে কাসির:১/৩৮৪]

৬. আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٤) آخِلِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٩) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (2) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٥٥) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ َ

'খোদাভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে। তাদের পালনকর্তা তাদের যা দেবেন, সেখানে তারা তা গ্রহণ করবে। নিশ্চয় ইতঃপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তাদের ধনসম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলি রয়েছে।[সুরা জারিআত: **১৫-১৯**]

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিদের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যথা-

১. আল্লাহর ইবাদত এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ইহসান করা।

২. রাতে কম ঘুমানো। এই সময় ইখলাস ও বিনয়াবনত হয়ে বেশি বেশি ইবাদত করা, সালাত আদায় করা।

৩. ফজরের পূর্বে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার ও রোনাজারি করা। মুত্তাকি বান্দাগণ রাতে দীর্ঘ সময় সালাতে নিমগ্ন থাকে। একের পর এক সালাত আদায় করতে করতে রাতের শেষ ভাগে যখন উপনীত হয়, তখন মোনাজাত করে, তাওবা-ইস্তেগফার করে।

৪. অভাবী ও হতদরিদ্র-যারা লোকদের কাছে চায় এবং বিশেষভাবে যারা চায় না, তাদের দান-সাদাকা করা।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিদের আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন তাদের। জান্নাত হচ্ছে অনিঃশেষ নিয়ামত ও সুখরাজিতে ভরপুর এক চিরস্থায়ী আবাসস্থল। সেখানে রয়েছে সবুজ-সতেজ বৃক্ষমালা, কাড়ি কাড়ি টাটকা রসালো ফল- ফলাদি আর বিপুল সৌন্দর্যের ঝরনা-যা বাগানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবে। মুত্তাকি বান্দাগণ অনন্ত-অনাদিকাল সেসব উপভোগ করবে।

তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম ও পদ্ধতি

তাকওয়া অর্জনের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কবি বলেন,

تَزَوَّدُ مِنَ التَّقَى فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي *** إِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ *** وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ

তাকওয়া অর্জন করে নাও আজই, কে জানে বলো হায়!
আজ এ রজনী ফুরিয়ে প্রহর কজনে-বা প্রভাত পায়?
দিব্যি নিরোগ দেহ-মনে কত জীবন গেল ঝরে!
শত রোগ নিয়ে বেঁচে আছে কত, আহারে যুগ যুগ ধরে।
[তাজুদ্দিন ফাকিহানি, রিয়াযুল আফহাম, ৩/১৭০।]

তবে কোনো মানুষের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা তখনই সম্ভব হবে, যখন বান্দা জানতে পারবে কিসের ভিত্তিতে তাকওয়া অবলম্বন করা যায়। তাই মুত্তাকি ও পরহেজগার হওয়ার জন্য জরুরি হল-কোন-কোন জিনিস থেকে তার বিরত থাকা আবশ্যক; সে সব বিষয়গুলো জেনে নেয়া।

মূলত নেক আমল করা এবং গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার নামই হল-তাকওয়া। যদি মানুষ এটাই না জানে যে, কোন-কোন জিনিস থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক-তাহলে তো সে এমন পরিস্থিতিতে অনেক নেক কাজকে গর্হিত কাজ; আর অনেক গর্হিত কাজকে নেক কাজ মনে করতে থাকবে।

বিদআতপন্থীদের মাঝে এর অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিদআতিগণ অগণিত এমন অনেক কাজ করে থাকে, যার সাথে কুরআন সুন্নাহর দূরতম সম্পর্ক নেই। কুরআন সুন্নাহর মাঝে তার কোন দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তারা মনে করে থাকে এগুলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। যেমন, খৃষ্টানরা গোসল করে না। ইস্তেঞ্জাও করে না। এমনকি পবিত্র কাপড় পরিধান করার গুরুত্বও দেয় না। তাদের বড় বড় বিদ্বানরা বিবাহকে ঘৃণা করে আর ধারণা করে যে, এসব আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করছে।

তাদের দেখাদেখি উম্মতে মুসলিমার মূর্খ আবেদ ও জাহেদ নামী লোকেরাও নাসারাদেরকে নিজেদের আদর্শ বানিয়ে নিয়েছে। আর ব্যাপারটা এই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে যে, তাদের কেউ কেউ ইদের দিনটিকেও রোনাজারি ও শোকের দিন মনে করে। কতক মূর্খ ও অজ্ঞ লোক তো নিজের পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতেও খুশি ও রিল্যাক্স করার দিন হিসেবে পালন করে। তারা তাদের বাপ-দাদার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠান ও সভা-সমাবেশের আয়োজন করে। যাতে অংশগ্রহণকারী সকলকে মিষ্টি বিতরণ করা যায়। এই সবকিছু শয়তানি ওয়াসওয়াসা।

আল্লামা হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহু লিখেন-
তাকওয়া হল মূলভিত্তি ও বুনিয়াদ। বান্দার উচিত হল কোন আমলসমূহ এবং কোন কোন বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে তা অবগত হওয়া। আর যখন অবগতি লাভ হয়ে যাবে তখন আবশ্যক হল তা থেকে তাকওয়া অবলম্বন করা।
আওন ইবনু আবদুল্লাহ বলেন-'তাকওয়ার পূর্ণতা এভাবে হয় যে, বান্দা যে বিষয়ের জ্ঞান অর্জন হয় সেগুলোর মাধ্যমে অজানা বিষয়ের জ্ঞানও অর্জন হয়ে যায়।'
তাকওয়া সম্পর্কে বকর ইবনু খুনাইস রাহিমাহুল্লাহু থেকে মারুফ কারখি বর্ণনা করে বলেন-'সেই ব্যক্তি কীভাবে মুত্তাকি হতে পারে, যার এই জ্ঞান নেই যে, কীসের ভয় করতে হবে এবং কীসের থেকে বেঁচে থাকতে হবে?' তারপর মারুফ কারখি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভালভাবে তাকওয়ার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি সুদ খেতে থাকবে। গায়রে মাহরাম মহিলার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারবে না।'

যদি তুমি তাকওয়ার ব্যাপারে অবগত না হও, তাহলে তোমার নিজের তরবারিটিই নিজের কাঁধে রেখে দাও।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন-

إنه ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضرب به عرضه واكسر نبلك

'অতি শিগগিরই আমার উম্মতের মাঝে ফিতনা, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য হবে। সুতরাং তুমি সেই সময় তাৎক্ষণিকভাবে নিজের তরবারিটি উঠাবে। আর সেটি নিয়ে উহুদ পাহাড়ের দিকে চলে যাবে এবং তার ধার শেষ করে দিবে। [জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম:১৫০]

আর যখন মুসলিমদের মাঝে মতবিরোধ ও ইখতেলাফ তৈরি হয়ে যাবে তখন রাসুল ঝগড়া ফাসাদ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

إذا رأيت أمتي قد اختلفت، فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحداً

'যখন আমার উম্মতকে মতানৈক্যের মাঝে পাবে তখন তোমার তরবারি উঠিয়ে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে মারবে'।"[মুসনাদ আহমাদ:১৬০২৯]

যেসব বিষয় থেকে দূরে থাকা আবশ্যক

মূলত তাকওয়া হল-আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের আদেশাবলির বাস্তবায়নের মাধ্যম। আর হারাম বিষয় সমূহ থেকে বেঁচে থাকার নামই হল তাকওয়া। হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহু কিছু হারামকৃত বিষয়ের আলোচনা করেছেন। সেগুলোর কতিপয় এখানে আলোকপাত করা হলো-

১. কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা।

কুফর ও শিরককে অস্বীকার ও তার থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে হল, তাকওয়া অবলম্বন করা। বান্দার উপর সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হল সে আল্লাহর সাথে কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকবে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনাকৃত পন্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে সে তার প্রকৃত মালিকের দীন, তার সাথে সাক্ষাত, তার পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি এবং তাঁর ব্যাপারে রাসুলদের বর্ণনাকৃত সংবাদগুলোকে কখনো অস্বীকার করবে না।

২. বিদআত পরিহার করার মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করা।

নবী রাসুলগন যে সত্যসহ প্রেরিত হয়েছেন, সেগুলোর বিপরীত আকিদা রাখা এবং আসমানি কিতাবগুলো যে সত্যসহ পাঠানো হয়েছে, সেগুলোর বিপরীত আকিদা ও বিশ্বাস রাখার নামই হল বিদআত।

স্পষ্ট কথা হল, যেসব আমল ও কথাবার্তার কোন দলিল অবতীর্ণ হয়নি। সেগুলোকে সাওয়াব মনে করে আদায় করা। যেমন: দীনের ভেতর নিজেদের বানানো ও মনগড়া রসম ও রেওয়াযকে প্রবেশ করানো। যা আল্লাহ তাআলা কখনো গ্রহণ করবেন না।

দীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রবেশ করার নামই হল বিদআত। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসুলের হাদিস রয়েছে। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবিজি সা: বলেন-

مَن أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا ما ليسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ

যে আমাদের দীনের বিষয়ের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে; যা দীনের মধ্যে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত। [বুখারি:২৬৯৭]

৩. কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন।

কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমেও তাকওয়া অর্জিত হয়। শয়তান যখন আল্লাহর কোন বান্দাকে ঘায়েল করে নেয় এবং তার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে, তখন কবিরা গুনাহগুলোকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে তার সামনে উপস্থাপন করে। তারপর বান্দার সামনে আশা ও আকাঙ্ক্ষার দরজা উন্মোচন করে দেয়। তার মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস ঢেলে দেয় যে, ইমান তো শুধু মুখের স্বীকারোক্তিরই নাম। নেক আমলের কোন গুরুত্ব নেই। অতঃপর অধিকাংশ সময় তার কর্ণকুহরে এবং মুখের মধ্যে এমন এক বাক্য গুঞ্জরিত করতে থাকে; যার মাধ্যমে অগণিত মানুষ ধ্বংসের অতল গহ্বরে

নিমজ্জিত হতে থাকে। সে শয়তানি বাক্যটি হল- 'যেমনিভাবে শিরকের সাথে নেক কাজের কোন ফায়দা নেই তেমনিভাবে তাওহিদের সাথে গুনাহের কোন ক্ষতি নেই।'

৪. সগিরা গুনাহ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন

সগিরা গুনাহসমূহ পরিত্যাগ করার মাধ্যমেও তাকওয়া অর্জিত হয়। শয়তান মানুষের মস্তিষ্ক ও অন্তরে সদা-সর্বদা ওয়াসওয়াসা ঢালতে থাকে। সে তাকে বলতে থাকে 'কবিরা গুনাহ থেকে যেহেতু তুমি বেঁচে রয়েছ, তাহলে সগিরা গুনাহ করতে কী আর পেরেশানি হবে? তুমি কী জানো না, কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং নেক কাজ করতে থাকা সগিরা গুনাহগুলোর কাফফারা স্বরূপ?' শয়তান ধারাবাহিকভাবে বান্দার সম্মুখে সগিরা গুনাহগুলোকে অতি তুচ্ছ করে পেশ করতে থাকে। যেন বান্দা সগিরা গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর তারপর সে এই সগিরা গুনাহ করার কারণে কোন ধরণের লজ্জা ও অনুশোচনাও প্রকাশ করে না।

এ কারণে যেই বান্দা কবিরা গুনাহে নিপতিত হওয়ার পর ভয়ে ভীত হয় এবং লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে সেই কবিরা গুনাহ থেকে তাওবা করার ইচ্ছা করে, তখন উক্ত ব্যক্তি এই বান্দার চেয়ে উত্তম হয়ে গেল যে সগিরা গুনাহেরও কোন পরওয়া করে না। তার ভিতর কোন লজ্জা ও অনুশোচনাও আসে না।

সুতরাং কবিরা গুনাহ করার পর লজ্জা ও অনুশোচনা করার চেয়ে সগিরা গুনাহ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত না হওয়া বরং তাতে লিপ্ত থাকা অনেক মন্দ বিষয়।

নবিয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমরা বিশেষ করে ছোট ছোট গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। কেননা নিঃসন্দেহে ছোট ছোট গুনাহের দৃষ্টান্ত এক জাতির মত; যারা জঙ্গলে গেল, তখন তারা আগুন জ্বালানোর জন্য লাকড়ির প্রয়োজন অনুভব করল, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে একটি করে লাকড়ি কুড়িয়ে আনল। একপর্যায়ে লাকড়ির স্তুপ পড়ে গেল। তারপর তারা আগুন জ্বালিয়ে নিজেদের রুটি পাকিয়ে নিল। এভাবেই ছোট ছোট গুনাহ বান্দার উপর একত্রিত হয়ে যায়। যদিও বান্দা সেগুলো বেশি গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু সেগুলো তার ধ্বংসের কারণ

হয়। [মুসনাদ আহমাদ: ৫/৩৩১ হাদিস নং ২২৮০৮, সিলসিলা সহিহাহ: ৩৮৯, তাবারানি-মুজামুল]

৫. মুবাহ বা বৈধ কাজ করার মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন।

নুমান ইবনু বাশির রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। তিনি বলেন-

اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبراً لعرضه ودينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فيه، كان كالمرتع إلى جنب الحمى، يوشك أن يقع فيهِ، وَإِنَّ لَكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الأَرضِ محارمه

"তোমরা তোমাদের ও হারামের মধ্যখানে একটা হালালের আবরণ ফেলে দাও। যে এরূপ করল সে তার দীন ও সম্মানকে মুক্ত করে নিল। আর যে ব্যক্তি তাতে লিপ্ত হয়ে যাবে তার উদাহরণ সেই রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়। অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। নিশ্চয় প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আর আল্লাহর জমিনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ।[সিলসিলাহ সহিহাহ: ৮৯৬, জামিউস সগির-সুয়ুতি: ১৮৭]

মুবাহ বা বৈধ কাজ করলে তার জন্য কোন অসুবিধা নেই। বৈধ বিষয়ও কখনো সম্পাদনকারী ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

৬. কম ফজিলত ও নিম্নতর আমলের মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন।

শয়তান বান্দাকে এমন এমন আমল করার ওয়াসওয়াসা দেয়, যেগুলোর চেয়ে অন্য আমল বেশি প্রাধান্য প্রাপ্ত এবং বেশি ফজিলতপূর্ণ। শয়তান মানুষের অন্তকরণে সেগুলো করার জন্য ওয়াসওয়া দিতে থাকে। তাদের চোখে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেখায়। তাতে বিভিন্ন ফজিলত ও সুফলের কথাও মনে জাগিয়ে দেয়। এমনটা করার কারণ হল, যেন এর মাধ্যমে বান্দাকে সঠিক পথ থেকে বিরত রাখতে পারে এবং বেশি ফজিলতপূর্ণ, সওয়াব ও ফায়দাজনক আমল থেকে বিরত রাখতে পারে।

শয়তান যখন তার মূল সওয়াবের মাঝে ক্ষতি করতে অক্ষম হয়ে যাবে, তখন তার পরিপূর্ণতা ও ফজিলতের ক্ষতি করার এবং উচু মর্যাদা অর্জন করার ক্ষেত্রে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে লেগে যাবে।

শয়তান এর মাধ্যমে বেশি ফজিলতপূর্ণ আমল করার চেয়ে তুলনামূলক কম ফজিলতের আমলে দিকে মনোনিবেশ করায়। প্রাধান্যযোগ্য আমলকে অপ্রাধান্যযোগ্য আমলের উপর প্রাধান্য দিতে থাকে। আল্লাহর নিকট প্রিয় আমলকে অপ্রিয় আমলের উপর অগ্রাধিকার দিতে থাকে। আল্লাহ তাআলাকে বেশি সন্তুষ্টকারী আমল করা থেকে কম সন্তুষ্টকারী আমলের প্রতি মনোনিবেশ করতে বান্দাকে ব্যস্ত রাখবে। [আল-মাজুমুউল কাইয়িমু মিন কালামি ইবনিল কাইয়িম-মানসুর বিন মুহাম্মদ মুকরিন সংকলন করেছেন। ২/১০৮৫-১১৯০]

অন্তরের মধ্যে তাকওয়ার চারা অঙ্কুরিত করার পদ্ধতি।

যখন তাকওয়ার বীজ আমাদের অন্তরে অঙ্কুরিত হয় আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। বক্ষ প্রশস্ত হয়। কোন কোন সময় অন্তরের মাঝে তাকওয়া দুর্বল ও হালকা হয়ে যায় আবার কখনো কখনো তাকওয়া উঁচু পাহাড়সমেত শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে যায়। কখনো সুর্যের মত আলোকিত হয়ে যায়।

তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর হল, আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত সেভাবে ভয় করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

'হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। আর অবশ্যই তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সূরা আলে ইমরান: ১০২]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-
'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর। যেমনভাবে আনুগত্য করা উচিত।'

ইমাম মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন-'কীভাবে তাকওয়া অবলম্বন করা হবে? তিনি বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলবে আনুগত্য করা হবে, কিন্তু তাঁর নাফরমানি করা হবে না। তাঁকে স্মরণ করা হবে, কিন্তু ভুলে যাওয়া হবে না। অনুরূপভাবে তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হবে ঠিক, কিন্তু তার অকৃতজ্ঞতা করা যাবে না।[বাসায়িরু যাওয়িত তাময়ীয: ৫/২৫৭]

অন্তরে তাকওয়া স্থাপন করা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

প্রথম পদ্ধতি : বান্দা তার রবকে জানা, তাঁর পরিচয় লাভ করা।

বান্দার জন্য তার রবের মারেফত লাভ করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা মহিমান্বিত কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যেন মানুষজন তা নিয়ে চিন্তা- ফিকির করে, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। কুরআন মাজিদ যেন ভালভাবে বুঝে ও তার জ্ঞানসমূহের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মানুষ যখন এই কুরআন বুঝবে এবং গবেষণা করবে, তখন তো তাদের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করবে। তাকওয়ার বীজ অন্তরে বপন করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

'আমি এ কুরআনের মধ্যে মানুষের জন্য সকল দৃষ্টান্তই বর্ণনা করে দিয়েছি। যেন তারা অনুধাবন করে তথা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত। যেন তারা সাবধান হয়ে চলে। [সূরা আয যুমার: ২৭-২৮]

দ্বিতীয় পদ্ধতি: একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত।

সত্যদিলে একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করলে তাকওয়া অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ তাআলার ইবাদত বান্দার অন্তরে খোদাভীতি জন্ম দেয়, তাকওয়ার বীজ বপন করে। চাই সেই ইবাদত যেকোনো ফরজ ইবাদতই হোক। যেমন সালাত, রোজা, হজ্জ, দুআ এবং মান্নত ইত্যাদি। অথবা যেকোনো মুস্তাহাব ইবাদত হোক; যেমন নফল সালাত, রোজা ইত্যাদি। এর দলিল আল্লাহর কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَأَيُّهَا النَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে মানুষ সকল! তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত কর। যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। যাতে করে তোমরা পরহেজগার হতে পারো।'[সূরা বাকারা:২১]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মাধ্যমে সকল মানুষকে শুধু তাঁরই ইবাদত করার আহ্বান করেছেন। কারণ, তিনিই হচ্ছেন আমাদের রব এবং আমাদের পূর্ববর্তীদের রবও। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করেছেন, তোমরা মুত্তাকি বা খোদাভীরু হয়ে যাও। এটাই হল ইবাদতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। যেমন তিনি বলেছেন "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" "যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।' আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং ইবাদত হল, অন্তরে তাকওয়া তথা খোদভীতি সৃষ্টি করা।

অতএব যখন আপনি সালাত এবং সালাতের আহকাম-আরকান ইত্যাদির মাঝে চিন্তা-ফিকির করবেন, তখন আপনার অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, সালাত অন্তরে খোদাভীতি তৈরি করার বড় একটি মাধ্যম।

তৃতীয় পদ্ধতি: আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেও অন্তরে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়। এ দুনিয়াতে তাঁর সত্ত্বার উপর প্রমাণবহন করে এমন নিদর্শন দিয়ে ভরপুর। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সূর্যকে আলো দেয়ার জন্য বানিয়েছেন। চাঁদকে চমকানোর মাধ্যম বানিয়েছেন। চাঁদ-সূর্যের অবস্থানস্থলও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেন আমরা মাস ও বছরের হিসাব রাখতে পারি।

এভাবে আল্লাহ তাআলা রাত এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং একটি অপরটি থেকে বের করেছেন। কখনো দিন বড় হয়; রাত ছোট হয়। আবার কখনো তার উল্টো হয়ে থাকে। তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যে তাঁর কুদরতের অগণিত বড় বড় নিদর্শন রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ

'তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময় আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে বানিয়েছেন। অতঃপর এর মনযিল সমূহ নির্ধারিত করেছেন। যেন তোমরা বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব চিনতে পার। আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি। কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান রয়েছে। নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিনে, সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে। '[সূরা ইউনুস:৫-৬]

অনেক হাদিসে পৃথিবীতে অবস্থিত আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শনগুলোর মাঝে চিন্তা-ফিকির করার প্রতি অনেক উৎসাহ দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার নিদর্শনগুলোর মাঝে চিন্তা-ফিকির করার দ্বারা বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়া অহেতুক সৃষ্টি করেননি। আদম- সন্তানের জন্য যেন ইবাদতের জায়গা হয়ে যায়, সেজন্যেই তিনি এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই দুনিয়াটাই আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ সৃষ্ট ও সৃষ্টির পরিসমাপ্তি নয়। বরং এই দুনিয়ার জীবনের পর আরেকটি জীবনও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে মৃত্যুর জীবিত করে উঠাবেন। হাশরের মাঠ কায়েম করবেন। তারা এ দুনিয়াতে যেসব আমল করেছে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান সেদিন তাদেরকে দেয়া হবে।

চতুর্থ মাধ্যম:

যেসব আয়াত ও হাদিসে কবর, কবরের আজাব, পরকাল ও পরকালের বিভীষিকাময় অবস্থার বর্ণনা এসেছে। সেগুলো গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। সেগুলোর গভীর জ্ঞান লাভ করা। কবরের আজাব ও পরকালের ভয়াবহতার ব্যাপারে যেসব দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো অনুধাবন করলে, সেগুলোকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে অন্তরে তাকওয়া তথা খোদাভীতি সৃষ্টি হবে।

বান্দা যখন বেশি বেশি কবরের ভয়াবহতা ও জাহান্নামের বিভীষিকাময় অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত সে সব আয়াত ও হাদিস নিয়ে অনুধাবন করবে তখন তার অন্তর আল্লাহ

তাআলার ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর এর উপরই তাকওয়ার ভিত্তি স্থাপিত। মহান আল্লাহ বলেন-

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَالِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَاتَّقُونِ

'তাদের জন্য উপর দিক এবং নীচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর। [সূরা আয যুমার:১৬]

বান্দা যখন কবরের ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবে তখন সে মনে করবে যে, এই অবস্থার মুখোমুখি সেও পড়তে পারে। তাই স্বভাবতই তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে তারও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, এই ভয় তার ভিতর সৃষ্টি হয়ে যাবে।

পঞ্চম মাধ্যম:

বেশি বেশি আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে অন্তরও নরম হয়। আত্মার পরিশুদ্ধিও হয়। অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতির চারা অঙ্কুরিত হয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহু লিখেন-

إن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكر الله تعالى

'সৃষ্টিজীবের মাঝে আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত হলেন মুত্তাকি ব্যক্তিগণ। যারা সর্বদা নিজেদের যবানকে আল্লাহর জিকিরে ভেজা রাখে।[আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব মিন কালামিত-তায়্যিব: ৮৫]

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পুরস্কার

তাকওয়া বা খোদাভীতির মাধ্যমে বক্ষ প্রশস্ত হয়। অন্তর থেকে পাপের কালিমা বিদূরিত হয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন-সৎকর্ম এবং তাকওয়া অন্তরকে আনন্দিত করে। বক্ষকে প্রসারিত করে। এভাবে মুত্তাকি ব্যক্তি তার অন্তরে প্রশস্ততা ও প্রফুল্লতা অনুভব করে; যা ইতিপূর্বে ছিল না। যখন সে ব্যক্তি নেককাজ, তাকওয়া ও ইহসান, বদান্যতা এসব ভাল কাজ ব্যাপকভাবে করতে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তার বক্ষ প্রশস্ত করে দেন। এর বিপরীতে পাপ ও কার্পন্যতা থেকে বিরত থাকে। প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে নিজেকে দমন করে রাখে।

তাকওয়া দুনিয়াবি ও পরকালীন কল্যাণের সমষ্টি। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে নিয়েছে সে হিদায়াতের আলো দেখে নিয়েছে এবং হিদায়াত পেয়েছে।

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন-

من عرف الله فلم تغنه ** معرفة الله فذاك الشقي

ما يصنع العبد بعز الغني ** والعز كل العز للمتقي

'যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় অর্জন করেছে। তার পরিচয় লাভ করেও কোন ফায়দা অর্জন করলো না তাহলে তো সে ব্যক্তি দুর্ভাগা। বান্দা ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তির সম্মান অর্জন করে কী করবে। কারণ সম্মান তো সেটাই যা মুত্তাকি ব্যক্তি অর্জন করেছে। [বাসাইরু যাওয়িত তাময়িয:৫/২৬১]

আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকি বান্দাদের অনেক সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাকওয়ার বহু কল্যাণ ও উপকারিতা বর্ণনা করেছেন।কুরআন ও সহীহ্ হাদিসের আলোকে তাকওয়া অবলম্বনের সুফল ও ফায়দা নিয়ে আলোচনা করা হলো —

১. আল্লাহ তায়ালার নিকট সম্মান ও মর্যাদা লাভ

তাকওয়ার বরকতে মানুষ আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয়। ইরশাদ হয়েছে-

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

'হে লোকসকল! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন দল ও গোত্রে পরিণত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত হচ্ছে মুত্তাকিগণ। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ। [সূরা হুজুরাত:১৩]

২. আল্লাহর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা অর্জন

আল্লাহর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা অর্জনের একটি সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন করা। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

'আর তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না কেন, যখন তারা মসজিদে হারাম থেকে লোকদের বিরত রাখে? অথচ তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়। এর তত্ত্বাবধায়ক তো তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। '[সূরা আনফাল:৩৪]

৩. আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের প্রতিশ্রুতি

তাকওয়া আল্লাহ তায়ালার সাহায্য, সহযোগিতা, শক্তি ও আনুকূল্য লাভের মাধ্যম। আর যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রয়েছে, তাকে পরাজয় ও ব্যর্থ করার কেউ নেই। উভয় জগতে তার সফলতা সুনিশ্চিত। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۝

'আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল। '[সূরা নাহল:১২৮]

৪.তাকওয়া মুত্তাকিকে বিপদমুক্ত করে

মহান আল্লাহ তাকওয়ার ফলে মুত্তাকির জন্য বিপদ থেকে বের হওয়ার পথ সহজ করে দেন।সে কোন সমস্যায় পড়লে, তিনি তার সমাধানের পথ বের করে দেন।প্রত্যেক রুদ্ধ পথ ও দুআর তার জন্য খুলে দেন।প্রত্যেক সংকীর্ণতায় তার জন্য প্রশস্ততা আনয়ন করেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا(

“যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।” (তালাকঃ ২)

৫.তাকওয়া রুযী-রোযগারের পথ উন্মুক্ত করে

তাকওয়া অবলম্বন করে রুযী অনুসন্ধান করলে মহান আল্লাহ মুত্তাকির জন্য তার পথ ও উপায় সহজ ক'রে দেন। তিনি এমন উৎস থেকে তার রুযীর ব্যবস্থা করে দেন, যা তার ধারণার বাইরে ছিল।
মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করবেন।” (তালাকঃ ২-৩)
কেউ যদি কোন হারাম উপার্জনে লিপ্ত থাকে, অতঃপর সে যদি আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর উক্ত প্রতিশ্রুতির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে এবং তাঁর উপর সঠিক ভরসা রেখে তওবার সাথে সে কাজ বর্জন করে কোন হালাল রুযীর পথ অনুসন্ধান করে, তাহলে অবশ্যই তিনি উত্তম বিকল্প ব্যবস্থা করে দেন। হালাল ব্যবসা বা চাকরির পথ তাকে প্রদর্শন করেন।

যেহেতু মুত্তাকি আল্লাহভীরু হয় এবং সে তাঁরই উপরে প্রকৃত ভরসা করে, তাই মহান আল্লাহ তাকে রুযী দিয়ে সাহায্য করেন।

৬.তাক্বওয়ার ফলে আকাশ-পৃথিবীর বরকতসমূহ খুলে যায়

বিশেষ করে চাষাবাদে ও ফলে-ফসলে বরকত হয়। আর বরকত মানে প্রাচুর্য, আধিক্য, কল্যাণ ও নিরাপত্তা।
মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত ও তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তাহলে তাদের জন্য আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ-দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম।" (আ'রাফঃ ৯৬)

৭.তাকওয়া শত্রুর চক্রান্ত প্রতিহত করে

ভালো হয়ে থাকতে গেলে মানুষের হিংসুক ও শত্রু তৈরি হয়। তবে সে হিংসা ও শত্রুতা ভালো মানুষের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না। যেহেতু ধৈর্য ও তাকওয়া শত্রুর মোকাবেলায় থাকে এবং তার সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে ব্যাহত ও প্রতিহত করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

"যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তারা নাখোশ হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা খোশ হয়। যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে, নিশ্চয় তা আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে।" (আলে ইমরানঃ১২০)

৮. ধৈর্যপূর্ণ তাকওয়া মুত্তাকির সংকল্পকে সুদৃঢ় করে

মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"(হে মু'মিনগণ!) নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।" (আলে ইমরানঃ ১৯৮৬)।

আর এ ব্যাপারে মুত্তাকির অনুসরণীয় হল তাকওয়ার আদর্শ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসূলগণ। মহান আল্লাহর নির্দেশ,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ
"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রসূলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তি প্রার্থনায়) তাড়াতাড়ি করো না।" (আহক্বাফঃ ৩৫)

৯.তাকওয়া হক-বাতিলের পার্থক্যশক্তি দান করে

তাকওয়া অবলম্বন করার ফলে মহান আল্লাহ মুত্তাকিকে হক-বাতিলের, ন্যায়-অন্যায়ের, ভালো-মন্দের, উপকারী-অপকারীর পার্থক্য করার তওফীক দান করেন। তার এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কারণে সে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, নির্ণয়ের সময় সঠিক জিনিস নির্ণয় করতে পারে,বিচার-ফায়সালার সময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।
মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا
“হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দান করবেন।" (আনফালঃ ২৯)

আয়াতে উল্লিখিত 'ফুরকান' (পার্থক্যকারী) হল ইল্ম ও হিদায়াত।
যার সাহায্যে মুত্তাকি হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায়, সুপথ-কুপথ, হালাল- হারাম, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ইত্যাদির মাঝে তফাৎ করতে সক্ষম হবে।

১০.তাকওয়ায় আছে ইহকাল-পরকালের সাফল্য

প্রকৃত সাফল্য আছে ইসলামে এবং প্রকৃত সফল হয় মুত্তাকিগণ।
মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।”(বাক্বারাহঃ ১৮:৯, আলে ইমরানঃ ১৩০, ২০০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” (মায়িদাহঃ ৩৫)

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
"সুতরাং হে বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (মায়িদাহঃ ১০০)

১১. তাকওয়া মুত্তাকিকে কৃতকার্য করে

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝
"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই হল কৃতকার্য।" (নূরঃ৫২)

১২. তাকওয়া আল্লাহর রহমত দান করে

তাকওয়ার ফলে মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে মুত্তাকিকে তাঁর রহমত,দয়া ও অনুগ্রহ দান করেন।
মহান আল্লাহ বলেছেন,
عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝
"আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে।" (আ'রাফঃ ১৫৬)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমত (অনুগ্রহ) দ্বিগুণ দান করবেন।" (হাদীদ: ২৮)

১৩.তাকওয়া শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রতিহত করে

শয়তান মানুষের চিরশত্রু। বিশেষ করে তার শত্রুতা মু'মিনদের জন্য ভয়ানক। যেহেতু তার সংকল্প হল, প্ররোচিত ও পথভ্রষ্ট করে সঙ্গে অধিকাংশ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া।

অনেকেই তার এই প্ররোচনা ও প্রলোভনের কথা বুঝতে পারে না। ফলে অনায়াসেই তার ধোঁকার জালে ফেঁসে যায়। কিন্তু মুত্তাকি সজাগ ও সতর্ক থাকে। ফলে সে তার কুমন্ত্রণাকে ব্যাহত করতে সক্ষম হয়।
মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُم طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مبصرون

"নিশ্চয়ই যারা সাবধান হয়, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।" (আ'রাফ :২০১)

১৪. মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা রয়েছে

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্বের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরু (মুত্তাকি) দের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (আলে ইমরানঃ ১৩৩)

১৫। মুত্তাকিদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে

মহান আল্লাহ মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত ওয়াদা করেছেন। ওয়াদা দিয়েছেন ইচ্ছাসুখের রাজ্যের নানা সুখ-বিলাসের কথা। একাধিক আয়াতে তা দ্বারা তা প্রমাণিত -

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ

"সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ এইরূপঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলমূলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী; যারা সাবধানী এটা তাদের পরিণাম। আর অবিশ্বাসীদের পরিণাম হল জাহান্নাম।" (রা'দঃ ৩৫)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ
مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

"সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল : ওতে আছে নির্মল পানির নদীমালা, আছে দুধের নদীমালা যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদীমালা, আছে পরিশোধিত মধুর নদীমালা। আর সেখানে তাদের জন্য আছে বিবিধ ফল- মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা।" (মুহাম্মাদঃ ১৫)

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِيراً ، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُولاً

"ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'এটিই শ্রেয়, না স্থায়ী বেহেশ্ত; যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মুত্তাকিদেরকে?' এটিই তো তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তনস্থল। সেখানে তারা স্থায়ী হয়ে যা কামনা করবে তাই পাবে, এ প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।" (ফুরক্বানঃ ১৫-১৬)

১৬. মুত্তাকিরা হবে জান্নাতের ওয়ারিস

মুত্তাকিরাই হবে জান্নাতের ওয়ারিস ও অধিকারী।
মহান আল্লাহ বলেছেন,

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً

"এ হল সেই জান্নাত যার অধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের মধ্যে সংযমশীল (মুত্তাকি)কে।" (মারয়াম ১৬১-৬৩)

তিনি মুত্তাকিদেরকে সম্বোধন করে বলবেন,

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

"প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির অধিকারী করেছেন; আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!" (যুমারঃ ৭৪)

১৭। মুত্তাকিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে দলে দলে

মুত্তাকিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে দলে দলে। অর্থাৎ, তাদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ করা হবে। সুতরাং সর্বাগ্রে নৈকট্যপ্রাপ্ত দল, তারপর নেক লোকগণ, তারপর তাদের কাছাকাছি, তারপর তাদের কাছাকাছি দলের লোকেরা। প্রত্যেক দলে একই শ্রেণীভুক্ত জান্নাতী হবে। যেমন নবীগণের দলে নবীগণ থাকবেন। সিদ্দীকগণের দলে তাঁদের অনুরূপ জান্নাতীগণ। শহীদগণের দলে অনুরূপ শহীদগণ। উলামাগণের দলে অনুরূপ উলামাগণ। প্রত্যেক শ্রেণীতে সমশ্রেণীর জান্নাতী থাকবেন। প্রত্যেক দলে মিলনসই সঙ্গী-সাথী একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। (তফসীর ইবনে কাসির)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

"যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।" (যুমার। ৭৩)

১৮। মুত্তাকিদের জন্য জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে

মুত্তাকিরা যেহেতু জান্নাতের প্রতি একান্ত আগ্রহী, তাই তাদের জন্য জান্নাতকে তাদের নিকটে করে দেওয়া হবে। যাতে তাতে প্রবেশ করাতে কোন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ যেন তাদেরকে স্পর্শ না করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

"জান্নাতকে মুত্তাকিদের জন্য নিকটবর্তী করা হবে।" (শুআ'রাঃ ৯০)

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

"জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকিদের জন্য; কোন দূরত্ব থাকবে না।" (কাফঃ ৩১)

১৯। মুত্তাকিরা পরকালে থাকবে নিরাপদ স্থানে

মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

"নিশ্চয় মুত্তাকিরা থাকবে নিরাপদ স্থানে- বাগানসমূহে ও ঝরনারাজিতে।" (দুখানঃ ৫১-৫২)

২০. মুত্তাকিদের জন্য পরকালে থাকবে যথাযোগ্য আসন

মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

"মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাতে ও নহরে। যথাযোগ্য আসনে, সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী সম্রাটের সান্নিধ্যে।" (কামারঃ ৫৪-৫৫)

২১। মুত্তাকিরা জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকবে

যে জান্নাতে যাবে, সে সেখানে চিরস্থায়ী হবে। অনন্তকালের জন্য সেখানেই তার চির বাসস্থান হবে। জান্নাত সকল জান্নাতীদের জন্য স্থায়ী আবাসস্থল। তবুও কুরআন আযীযে মুত্তাকিদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তারা জান্নাত ও তার সুখভোগে চিরস্থায়ী হবে।

কতিপয় আয়াত নিম্নরূপ:-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٤) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٦٤) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٧٤) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ

"নিশ্চয় মুত্তাকিরা বাস করবে উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহে। (তাদেরকে বলা হবে,) 'তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর।' আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা দূর করে দেব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেথা হতে বহিষ্কৃতও হবে না।" (হিজরঃ ৪৫-৪৮)

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

"যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।' (যুমারঃ ৭৩)

সর্বপরি তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তি ইহকাল এবং পরকাল উভয় জায়গায় সফলকাম হবেন। তারা ইহকালে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে জীবন অতিবাহিত করে এবং মৃত্যুর পরে তাদের স্থায়ী ঠিকানা হয় জান্নাতে।তাই বলা যায় তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিই প্রকৃত সফল ব্যক্তি।

মহানবী(সাঃ) ছিলেন সবার চাইতে বড় মুত্তাকি

যেহেতু তাকওয়ার মান ও গুরুত্ব এত বেশি এবং তারই ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হয়, সেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন সবার চাইতে বড় মুত্তাকি। আর এ কথা তিনি নিজের মুখে বলেছেন।

না, আত্মপ্রশংসার জন্য নয়; বরং মানুষের মনে সংশয় দূরীভূত করার জন্য।

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তিন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন।

তাঁরা তাঁদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে তার সংবাদ দেওয়া হল, তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের নিকট সে সব কথা শুনে তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন,

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا واللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" (বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ৩৪৬৯নং)

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবাগণকে কোন আমলের নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁরা যেটা করতে সক্ষম, তার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু তাঁরা (সেটাকে সহজ ধারণা করে) বলতেন, 'আমাদের তো আপনার মতো অবস্থা নয় হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হতেন। এমনকি সেই রাগ তাঁর চেহারায় বুঝা যেত। তারপর তিনি বলতেন,

)إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا.(

"নিশ্চিতরূপে আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের চাইতে বেশি মুত্তাক্বী ও বেশি জ্ঞানী আমিই।" (বুখারী ২০নং)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের লৌহবর্ম এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। তিনি তার কাছে ৩০ সা' (প্রায় ৭৫ কেজি) যব ধার চাইলে সে বলেছিল, 'মুহাম্মাদ আমার মাল হরফ করতে চায়!' এ কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "মিথ্যা বলেছে সে।

والله إني لأمين في الأرض، أمين في السماء

"আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি হলাম পৃথিবীতে আমানতদার, আসমানেও আমানতদার। সে যদি আমার কাছে আমানত রাখে, আমি তা অবশ্যই আদায় করে দেব। তোমরা আমার লৌহবর্ম নিয়ে যাও তার নিকট।"

অতঃপর তিনি উক্ত বর্ম বন্ধক রেখে তার কাছ থেকে ৭৫ কেজি বল সংসারে খরচ করার জন্য ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর মৃত্যুকাল অবধি আর ঐ বর্ম ছাড়াতে পারেননি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি অআলা আ-লিহি অসাল্লাম। (বুখারী, মুসলিম, তাবারানীর আওসাত্ব ৯৮১. মুসান্নাফ আঃ রাযযাক ১৪০৯১ প্রমুখ ইরওয়াউল গালীল ১৩৯৩, সঃ জামে' ১৩৩৭নং দ্রঃ)
অন্য এক বর্ণনায় ধারে কাপড় ক্রয় করার কথা আছে। তিনি ইয়াহুদীর জন্য বলেছিলেন,
ِكَذَبَ، قَدْ عَلِمَ إِنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَأَدَاهُمْ لِلامَانَةِ

"মিথ্যা বলেছে। সে অবশ্যই জানে, আমি লোকেদের মধ্যে সবার চাইতে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং তাদের মধ্যে সবার চাইতে বেশি আমানত আদায় করি।" (তিরমিযী ১২ ১৩নং)

একদা আলী রাদিআল্লাহু আনহু ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কিছু স্বর্ণ প্রেরণ করলেন। তিনি তা চারজন সাহাবীর মাঝে বন্টন করে দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'আমরা তো এ স্বর্ণের ব্যাপারে ওদের চাইতে বেশি হকদার ছিলাম।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি বললেন,

أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً

"তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না কি? অথচ আমি তাঁর নিকট বিশ্বস্ত যিনি আকাশে আছেন। আমার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় আকাশের খবর আসে।"

এমন সময় এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তার চোখ দুটি ছিল কোটরগত, গালের হাড় দুটি উঁচু হয়ে উঠে ছিল, কপালটি উঁচু ছিল, দাড়ি ছিল খন, মাথা ছিল ন্যাড়া এবং পরনের লুঙ্গি উপরে উঠানো ছিল। সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন!' তিনি বললেন,

وَيْلَكَ أَوَ لَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ

"ধ্বংস হোক তোমার! আমি কি আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার নই?" (বুখারী ৪৩৫১, মুসলিম ২৫০০, আহমাদ ১১০০৮-নং)

বিদায়ী হজ্জের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাবর্গের সাথে মক্কায় পৌঁছলেন। তিনি সেখানে তাদেরকে উমরাহ করে হালাল হতে নির্দেশ দিলেন, যারা সঙ্গে হাদী (হজ্জের কুরবানী) আনেনি। তিনি সকলকে স্ত্রী-মিলনেরও অনুমতি দিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা সাহাবাবর্গের কাছে ভারী মনে হল। এ ব্যাপারে কথাও ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ বলতে লাগল, 'আমরা স্ত্রী- মিলন করে মিনায় যাব?'

(এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশের উপর তাদের মনের আবেগ প্রাধান্য পেল।) তাঁর নিকট খবর পৌঁছলে তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বললেন,

بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ الأَحْلَلْتُ

"আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, কিছু লোক এই এই বলছে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি আল্লাহর ব্যাপারে তাদের চাইতে বেশি বড় সৎশীল ও পরহেযগার। যদি আমি পরে যা জেনেছি, তা আগে জানতে পারতাম, তাহলে সঙ্গে হাদী আনতাম না। আর আমার সঙ্গে হাদী না থাকলে আমিও হালাল হয়ে যেতাম।" (বুখারী ২৫০৫-২৫০৬নং)

একদা উমার বিন আবী সালামাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রোযাদার কি স্ত্রী-চুম্বন করতে পারে?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, "একে জিজ্ঞাসা করো।" সুতরাং উম্মে সালামাহ তাঁকে জানালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করেন। উমার (আবেগপ্রবণ হয়ে) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার আগের-পরের গোনাহসমূহ মাফ করে দিয়েছেন।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ

"শোনো! আল্লাহর কসম! আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমাদের চাইতে বেশি পরহেযগার, বেশি ভীরু।" (মুসলিম ২৬৪৪নং)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আর তিনি দরজার পিছন থেকে তা শুনছিলেন। সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি নাপাক থাকা অবস্থায় (ফজরের) নামাযের সময় শুরু হয়ে যায়। আমি কি রোযা রাখব?' (নাপাক অবস্থায় সেহরীর সময় শেষ হয়ে যায়, তাহলে কি আমার রোযা হবে?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُوم ُ

"আমিও নাপাক অবস্থায় থাকা অবস্থায় ফজরের নামাযের সময় শুরু হয়ে যায়। আমি তো রোযা রাখি।"

লোকটি বলল, 'আপনি আমাদের মতো নন হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার আগের-পরের গোনাহসমূহ মাফ ক'রে দিয়েছেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي

"আল্লাহর কসম! আমি আশা করি যে, আল্লাহর ব্যাপারে আমি তোমাদের চাইতে বেশি ভীরু এবং তাকওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে বেশি জ্ঞানী।" (মুসলিম ২৬৪৯নং)

হ্যাঁ, তিনি আত্মপ্রশংসা করেছেন। মানুষের মনে যখন সন্দেহ ধরে, তখন তো তা পরিষ্কার করতেই হবে। প্রকৃতত্ব খুলে না বললে তো আর আবেগপ্রবণ মনের সন্দেহ দূর হবার নয়। তাই তিনি উক্ত সকল স্থানে নিজের প্রকৃতত্ব খোলাসা করেছেন।

বলা বাহুল্য, কোনই সন্দেহ নেই যে, তিনিই সবার চাইতে বেশি মুত্তাকি, সবার চাইতে বেশি বিজ্ঞ, সবার চাইতে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত।

তাঁর পরে তাঁর সাহাবাগণ সবার চাইতে বেশি মুত্তাকি। যাঁদের হৃদয়ের তাকওয়াকে মহান আল্লাহ পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁদের প্রশংসা করেছেন ও তাঁদেরকে মহাপুরস্কার প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

"যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে আল্লাহ-ভীরুতার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।” (হুজুরাতঃ ৩)

পরন্ত তাঁরাই ছিলেন সবার চাইতে বেশি তাকওয়ার কালেমার হকদার এবং তাকওয়া-ওয়ালা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে গোত্রীয় অহমিকা---অজ্ঞতা যুগের অহমিকা পোষণ করেছিল, তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের উপর

স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।" (ফাতহঃ ২৬)

এই জন্যই আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শ বানাতে চায়, সে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবাবৃন্দকে নিজের আদর্শ বানায়। কারণ তাঁরা অন্তরের দিক থেকে এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। ইলমে সবচেয়ে সুগভীর ও 'তাকাল্লুফ' (কষ্টকল্পনায়) অতি কম।

তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তোমরা তাঁদের অধিকার স্বীকার কর। কারণ তাঁরা ছিলেন সরল ও সঠিক পথের পথিক।' (রাযীন, মিশকাত ১৯৩নং, আল্লামা আলবানীর মতে এটি যয়ীফ, কিন্তু এর অর্থ সহীহ)

তাকওয়া সম্পর্কে সালাফদের এবং কবিদের বক্তব্য ও উপদেশাবলি

সালাফগন আমাদের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস।তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করেছেন এবং অন্যদের তাকওয়া অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন।যেমন— **১.**সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় খুতবায় বলতেন-

أوصيكم بتقوى الله

অর্থাৎ 'আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিচ্ছি।' [মুসতাদরাক-হাকিম: ৩৪৪৭]

২.আমিরুল মুমিনিন সাইয়িদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু উমরের নিকট চিঠি লিখলেন-

أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه ومن أقرضه ومن شكره زاده واجعل التقوى نصب عينيك وجلا قلبك

'হামদ ও সালাতের পর! অবশ্যই আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাআলা তাকে স্বীয় আজাব থেকে মুক্তি দিবেন। যে তাকে করজ দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিদান দিবেন। আর যে তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে তিনি তার উপর স্বীয় নিয়ামতকে আরো বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তুমি তাকওয়াকে নিজের চোখের সামনে রাখ এবং নিজের অন্তরের উজ্জ্বলতা বানিয়ে নাও।[জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: **১৫১**]

৩. নবিজির জামাতা সাইয়িদুনা আলি বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে জিহাদি কাফেলার আমির বানিয়ে তাকে উপদেশ দিলেন-

أوصيك بتقوى الله عز وجل لا بد لك من لقياه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة

'আমি তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দিচ্ছি। কেননা এটি ব্যতীত কোন পথ নেই এবং তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তোমার নিঃশেষ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব। কেননা তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। [জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১৫১]

৪. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহু এক ব্যক্তিকে উপদেশ দেন-

أوصيك بتقوى الله عز وجل لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها وإياك من المتقين فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلنا الله وإياك من المتقين

'আমি তোমাকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছি। তিনি শুধু সেই আমলগুলোই কবুল করেন যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর। তিনি শুধু তাকওয়ার নিয়তের সাথে কৃত আমলের প্রতিদান দেন। এ ব্যাপারে ওয়ায-নসিহত করার মত অনেকেই রয়েছে কিন্তু এর উপর আমল করার মত লোক খুবই কম হবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দিন। [জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১৫১]

৫. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শু'বা রাহিমাহুল্লাহু বলেন-

كنت إذا اردت الخروج قلت للحكم ألك حاجة فقال أوصيك بما أوصى به النبي معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

'যখন আমি শহরের বাইরে যেতে চাইতাম তখন মদিনার আমিরকে বলতাম, আমাকে কিছু বলে দেন? তখন তিনি আমাকে বলতেন, আমি তোমাকে সেই জিনিসের উপদেশ দিচ্ছি যে জিনিসের উপদেশ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়েছেন। (আর সেটি হল) তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক কাজ কর। তাহলে গুনাহ মিটে যাবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। [জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১৫১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন বলেন-

يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

"তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় করবে। আর গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে গুনাহের পর সাথে সাথে নেক কাজ করে নিবে তাহলে সেই গুনাহটি মিটে যাবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।" [আস-সুনান, তিরমিজি: ১৯৮৭]

সাইয়িদুনা মুআজ ইবনু জাবালের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মান ও মর্যাদা এই হাদিস থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে, তিনি তার হাত ধরে বলেছিলেন-
يا معاذ والله إني لأحبك

'হে মুআজ! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে মহব্বত করি।'[আবু দাউদ: ১৫২৪]

হযরত মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সম্মাণিত সাহাবি, যার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل

"আমার উম্মতের মাঝে হালাল-হারামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হল মুআজ ইবনু জাবাল।" [আস-সুনান, তিরমিজি: ৩৭৯০]

তারপরেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, 'তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর।' এর দ্বারাই তাকওয়ার ফজিলত অনুমান করা যায়।

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سُئل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما أكثر ما يُدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق وسُئِلَ ما أكثر ما يُدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিসের বিনিময়ে বেশীর ভাগ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন, "তাকওয়া ও সচ্চরিত্রের বিনিময়ে।" তাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বলেন, "দু'টি অঙ্গ-মুখ ও লজ্জাস্থান। [ইবনু মাজাহ: ৪২৪৬]

৯.শাইখ আবদুল আজিজ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহু মানুষদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন। তারপর কুরআনের এই আয়াত নিয়ে আসেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে তা চিন্তা করা। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন'। [সুরা হাশর: **১৮**][মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ৫৯ সংখ্যা]

আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করা অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বন করা। আর আল্লাহ তাআলার তাকওয়া-ই হল তাঁর ইবাদত; যা অর্জিত হয় তাঁর বিধানাবলী ও হুকুম-আহকাম পালন করার মাধ্যমে এবং তার নিষেধাবলী থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে।

তাকওয়ার ব্যাপারে কবিদের উপদেশাবলি

আল্লামা ইবনু রজব হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহু তাঁর রচনায় তাকওয়া অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধকারী কিছু কবিতা নকল করেছেন।

১. ইবনুল মু'তায রাহিমাহুল্লাহু বলেন-

'সগিরা ও কবিরা গুনাহকে যে পরিত্যাগ করে সেই হল মুত্তাকি। আর যে কন্টকাকীর্ণ জমিনে চলা ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে, সে যখন কাঁটা দেখে তখন কাঁটা সরিয়ে দেয়।

কোন সগিরা গুনাহকে তুমি তুচ্ছ মনে করো না। কারণ, পাহাড় কঙ্করের টিলারই একটি নাম।[জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম। ১৫২]

২.আল্লামা হাফিজ ইবনু রজব হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহু আরো লিখেন যে,
ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহু এই কবিতাসমূহ পড়তেন—

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا ... تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ... ولا أن ما يخفى عليه يغيب

'যদি কোনদিন তুমি একাকি হও তখন বলো না আমি একা। বরং আমার উপর এক পর্যবেক্ষণকারী রয়েছেন। তুমি ধারণা করো না যে, আল্লাহ তাআলা এক মুহুর্তের জন্যও তোমার ব্যাপারে উদাসীন। এমনও ধারণা করো না, যা কিছু গোপনে ও আড়ালে হয় তা তাঁর নিকট অদৃশ্যই থেকে যায়। [জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১৫২]

৩. হাফিজ ইবনুল কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন-

وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة .... والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل ... لها إن الذي خلق الظلام يراني

'যখন অন্ধকারে কোন গুনাহ করার নিকটবর্তী হও; নফস সেদিকে ভড়কাতে থাকে। তখন তুমি ইলাহের দৃষ্টির ব্যাপারে ভয় কর এবং নফসকে বল, নিঃসন্দেহে যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাকে দেখছেন।' [দিওয়ানু ইবনি মুশরিফ: ২৬২]

৪. ইবনু হিব্বান আল বুসতি রাহিমাহুল্লাহু বলেন-

ألا إنما التقوى هي العز والكرم ... وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم
وليس على عبد تقي نقيصة ... إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم

'জেনে রাখ! একমাত্র তাকওয়া-ই হল মান-সম্মান ও ইজ্জত- শুহরতের অন্যতম নাম। দুনিয়াতে তোমার গর্ব ও অহঙ্কার লজ্জিত ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই যখন কেউ

প্রকৃতই তাকওয়া অবলম্বন করে নেবে এবং তার তাকওয়া কারো মাঝে খটকা তৈরি করে তাহলে সেটা ঐ মুত্তাকি বান্দার কোন দোষের কিছু না।[মুখতাসারু রওদাতিল উকালা: ৩১]

৫.কাজি আবুল হাসান কিনদি রহ. বলেন,

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا ... فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ ... فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمْ

রবের দেওয়া নেয়ামত সব সামলে রেখো ভাই, পাপের বোঝা বাড়লে জেনো কোনো উপায় নাই। আনুগত্যের ঘেরাটোপে যত্নে রেখো সব, কতজনে খুব ঠকেছে, হারিয়েছে সব। [তারিখু দিমাশক,৫১/১০৩।বাইহাকি,শুআবুল ঈমান,৪২৩৮]

৬.ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন,

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي *** فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

الْعِلْمَ نُورُ *** وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي وَأَخْبَرَنِي بِأَنَا

উস্তাদ ওয়াকির দরবারে শুধালাম পেয়েছে ভুলোমন ব্যাধি শুধালেন তিনি, ছেড়ে দাও গুনাহ, মেনে নাও রবের বিধি। মনে রেখো বাছা, দ্বীনের এ ইলম রবের বিশেষ নুর, পাপীতাপী তাতে ঋদ্ধ হবে, সে আশা বহুদূর। [২১২ দিওয়ানু ইমাম শাফিয়ি, ইবরাহিম সালিম সম্পাদিত, ৮৭।]

৭.মুহাম্মাদ ইবনু সাম্মাক রহ. আবৃত্তি করতেন,

يَا مُدْمِنَ الذَّنْبِ أَمَا تَسْتَحْيِي *** وَاللَّهُ فِي الْخَلْوَةِ ثَانِيكَا

غَرَكَ مِنْ رَبِّكَ إِمْهَالُهُ *** وَسَتْرُهُ طُولَ مَسَاوِيكَا

হে গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তি! তুমি কি লজ্জিত হবে না? তোমার নির্জনতায় আল্লাহ হলেন দ্বিতীয়জন। দীর্ঘ আশা আর উদাসীনতা তোমার গুনাহের ব্যাপারে এবং তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। [জামিউল উলুম ওয়াল-হিকাম, ১/৪১০। মূল বর্ণনা রয়েছে: ইবনু আবিদ দুনিয়া, কিতাবুত তাওবা, ১০।]

৮.আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আন্দালুসি আল-কাহতানি রহ, বলেন,

وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ *** وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ

فَاسْتَحْيِ مِنْ نَظْرِ الْإِلهِ وَقُلْ لَهَا * إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي

তুমি যখন সন্দেহ-সংশয় নিয়ে রাতের অন্ধকারে একাকী হও, আর তোমার নফস তোমাকে অবাধ্যতার দিকে ডাকে, তখন তোমার রবকে ভয় করো এবং নফসকে বলো, নিশ্চয় যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাকে দেখছেন। [নুনিয়াতু কাহতানি, ২৯-৩০।]

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ঘটনাবলি

আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন সবসময়। তাদের প্রতি রব্বে করিমের মোহাব্বত এতই বেশি যে তা পরিমাপ করা যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদেরকে শুধুমাত্র দুনিয়ায় ও অখিরাতে পুরস্কৃত কারার আশাই দেন নি ;বরং তিনি মুত্তাকি বান্দাদের পুরো মুসলিম উম্মাহের সামনে সম্মানিত করেছেন;করেছেন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। নিম্নে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের কয়েকটি ঘটনা ও তাদের শেষমুহুর্তের আলোচনা করা হল।

মুত্তাকিন আওলিয়াদের পূর্ণাঙ্গ ইমানের উপর মৃত্যু হওয়া।

মুত্তাকিদের অন্যান্য গুণাবলীর মাঝে অন্যতম হল হুসনে খাতিমা অর্থাৎ মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হওয়া। মৃত্যুর সময় যখন তাদের ঘনিয়ে আসে। তখন প্রত্যেক মুত্তাকিদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠে। তাদের অঙ্গে অঙ্গে সুসংবাদের প্রভাব পড়ে। যেমন আমরা নিম্নবর্ণিত ঘটনা থেকে বুঝতে পারি-

১. হাফেয ইমাম আবু তাহের সিলাফি রাহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু: ১০৬ হিজরি)

যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন সারাদিন তার ছাত্রগণ তাকে হাদিস শুনাতে থাকে। আর তিনি ক্ষীন আওয়াজে হাদিসকে ইসলাহ করে দিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি জুমার দিন ফজরের প্রথম সময়েই ফজর সালাত আদায় করেন। তার কিছুক্ষণ পরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।[সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২১/৩৯]

২.শাইখ সালেহ আবুল বারাকাত ইসমাইল ইবনু আবি সাইদ নিসাপুরি

ইবনু সাকিনা বর্ণনা করেন, যখন শাইখ আবুল বারাকাত এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল তখন সেখানে আমি ছিলাম। আমার মাতা তাকে বলতে লাগলেন, হে আমার মনিব! আপনি কী অনুভব করছেন? তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না। শুধুমাত্র হাতলির মাঝে সূরা ওয়াকিয়ার এই আয়াত লেখলেন-

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۝

'তবে তার জন্য রয়েছে সুখ, উত্তম রিজিক এবং নেয়ামতে ভরা উদ্যান। [সূরা ওয়াকিয়া: ৮৯]

৩.আবু মানসুর আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হিবাতুল্লাহ

দিমাশকি শাফিয়ি আবু শামা থেকে বর্ণিত, আবু মানসুর আবদুর রহমান দিমাশকি এর মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত ছিল এমন একজন ব্যক্তি আমাকে বলেন, আবু মানসুর জোহরের সালাত আদায় করেন তারপর আসরের নামাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। এরই মাঝে তিনি অজু করলেন এবং বসে বসেই কালিমা শাহাদাত পড়লেন। তারপর এই দুআ পাঠ করলেন-

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا

'আমি আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে নবি হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হলাম।'

তারপর বললেন, আল্লাহ তাআলা আমার উপর তার মহব্বতকে পূর্ণ করেছেন এবং আমার দোষত্রুটির উপর আমাকে দয়া করেছেন। তারপর তিনি 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বললেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তার নিকট ফেরেশতা চলে এসেছেন। ইতিমধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ২২/১৮৯]

৪.ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মাদ আবদুল গনি ইবনু আবদুল ওয়াহেদ জামাইলি দিমাশকি রাহিমাহুল্লাহু

আবু মুসা বলেন আমার সম্মানিত পিতা রবিউল আউয়াল মাসে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি কথাবার্তা ও দাঁড়াতেও সক্ষম ছিলেন না। আর পুরো ষোল দিন এই অবস্থা ছিল। আমি প্রায় সময় তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, আপনি কী চান? তখন তিনি জবাব দিতেন, আমি জান্নাতে যেতে চাই। আর আমি শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতের প্রতি মুখাপেক্ষী। একদিন আমি ফজরের সময় গরম পানি নিয়ে আসলাম। তিনি তার হাত বাড়ালেন। আমি তাকে অজু করালাম। তিনি বলতে লাগলেন-হে আবদুল্লাহ! উঠ,

আর হালকাভাবে (সংক্ষিপ্তাকারে) সালাত পড়াও। আমি জামাত তৈরি করলাম। আর সম্মানিত পিতা বসে সালাত আদায় করলেন। আমি তার মাথার নিকট বসে গেলাম। তিনি বললেন- সূরা ইয়াসিন পড়! আমি পড়লাম। এরই মাঝে তিনি দুআ করতে লাগলেন। আর আমি আমিন আমিন বলতে লাগলাম। তারপর আমি তাকে বললাম, ঔষুধ নিয়ে নিন এখন। তিনি বলতে লাগলেন-হে আমার ছেলে! মৃত্যু ব্যতীত আর কিছু বাকি নেই। আমি তাকে বললাম- আপনার কোন জিনিসের ইচ্ছা রাখেন? তিনি বললেন- আমি মহামহিম আল্লাহর চেহারা দর্শনের আশাবাদী। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি কী আমার প্রতি সন্তুষ্ট? তিনি বললেন-হাঁ কেন নয়! আল্লাহর কসম! আমি বললাম, আমার উপযুক্ত কোন হুকম থাকলে করেন। তিনি বললেন-কারো প্রতি আমার কোন হক নাই। আর না আমার ওপর কারো হক আছে। আমি বললাম-আপনি আমাকে কী অসিয়ত করবেন? বলতে লাগলেন-আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করছি। আর আনুগত্যের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার আদেশ দিচ্ছি। এরই মধ্যে এক দল তাকে দেখার জন্য আসল। তারা তাকে সালাম দিল। তারপর তারা এদিক সেদিকের কথা বলতে লাগল। তখন তিনি সেগুলোকে মন্দ মনে করলেন, আর বললেন- এটা কী? তোমরা আল্লাহর জিকির করো। আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অযিফা করতে থাকো। যখন তারা চলে গেলেন, তখন পিতা তিনি আল্লাহর যিকর করতে লাগলেন আর নিজের চোখে ইশারা করলেন। মসজিদের এককোণ থেকে এক ব্যক্তিকে একটি কিতাব দেয়ার জন্য উঠলাম। কিন্তু যখন আমি ফিরে আসলাম তার কছে ততক্ষণে পিতাজির রুহ উড়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন।[সিয়ারু আলামিন নুবালা:২১/৪৬৭]

আরো কিছু মুত্তাকিদের জীবন থেকে নেওয়া—

১. ফেরাউনের স্ত্রী

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সময়ে যে মিশরের রাজ সিংহাসনে যে ফেরাউন ছিল যুগে বনি ইসরাইল গোত্রে সন্তানদের হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে সে সীমালঙ্ঘন ও স্বেচ্ছাচারিতা করল। তারা তাদের ছেলে সন্তানদের মেরে ফেলত এবং মেয়েদের জীবিত রাখত। সময়টি ছিল যখন বনি ইসরাইল আল্লাহর নবি মুসাকে জন্ম দিয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা মুসার মাতাকে নিজ সন্তান মুসাকে সিন্দুকের মাঝে রেখে নীলনদে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। নদীর প্রবাহ তাকে নিয়ে গেল ফেরাউনের প্রাসাদের ঘাটে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল ফেরাউনের স্ত্রীর কাছে। যখন সে শিশু বাচ্চা মুসাকে দেখল, তার হৃদয়ে বাচ্চার প্রতি ভালবাসা ও হৃদ্যতা ঢেলে দিলেন আল্লাহ তাআলা। তারপর সে ফেরাউনের কাছে আবেদন করল যেন সে এই বাচ্চাটিকে হত্যা না করে। যাতে করে সে তাদের উভয়ের উপকার করে অথবা তারা বাচ্চাটিকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। অথচ আসল ব্যাপার তারা জানেনা, বুঝে না।

কুরআন মাজিদের ইরশাদ হয়েছে-
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না।।[সূরা কাসাসঃ৯]

মহান আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে প্রাণবিনাশ হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। আর সে ফেরাউনের প্রাসাদে সম্মানিত অবস্থায় ও আদর সোহাগের সাথে লালিত পালিত হতে লাগল। ফেরাউনের স্ত্রী মিসরের রানী তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করলেন। এর মাধ্যমেই ফেরাউনের জ্ঞানের স্বল্পতা ও তার অক্ষমতার ব্যাপারটা প্রকাশ পায়। ফেরাউন যার ব্যাপারে আলোচনা করেছিল, যাকে বড় হওয়ার পূর্বেই হত্যা করার ইচ্ছা সে করেছিল এবং যে তার রাজত্বের বিপক্ষে যাবে, তার রাজত্বের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে যার কারণে সে এখন তারই প্রাসাদে জীবনযাপন করছে, সেখানে খানাপিনা করছে এবং তার জন্য সে খাদেম নিয়োগ করে দিয়েছে।
হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) ফেরাউনের পরিবারের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে, তারপর মাদায়েনে পলায়ন করে চলে যায়। সেখানে কয়েক বছর অতিক্রম করার পর তিনি পুনরায় মিসরে ফিরে আসেন। মহান আল্লাহ পাক মিসরে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর উপর অহি অবতীর্ণ হয়। ফেরাউন ও তার জাতির কাছে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। আর বনু ইসরাইলকে তার সাথে দিয়ে দেওয়ার জন্য

বলেন। যাতে করে মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যেতে পারেন; আল্লাহ তাআলা যা তাদেরকে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সময় দান করেছিলেন। ফেরাউন অস্বীকৃতি জানাল। সে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করেন এবং পুনর্বার শুরু করে দেয় বনু ইসরাইলের সন্তান হত্যা। আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখা। এই পর্যায়ে ফেরাউনের বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার বেড়ে যায়, কিন্তু তার স্ত্রী ইমান আনয়ন করে। তার স্ত্রী আসিয়া নিজ স্বামীর বিরদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। কিন্তু ফেরাউন তাকে মারাত্মক শাস্তি প্রদান করে। একপর্যায়ে যখন তার শাস্তি গুরুতর হয়ে উঠে তখন ফেরাউন স্ত্রী আসিয়া স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁর কাছে দুআ করতে থাকেন যেন তিনি তার জান কবজ করে নেন, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দেন, ফেরাউন ও তার কর্মকান্ড থেকে মুক্তি দান করেন এবং তাকে মুক্তি দান করেন জালেম সম্প্রদায় থেকে। মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তাআলা তার মহিমান্বিত কিতাবে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অতপর এই দৃষ্টান্ত কিয়ামত অবধি অবশিষ্ট থাকবে। মুমিনরা এর অনুসরণ করবে, ফায়দা গ্রহণ করবে এবং নেককার সালেহিনগণ উপদেশ গ্রহণ করবে।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। [সূরা তাহরিম:১১]

ফেরাউনের স্ত্রী প্রভাবান্বিত হল। অথচ সে ছিল রানী; দুনিয়া যার পদতলে। দুনিয়াবি ভোগ বিলাসের যার কোন অভাব ছিল না। সেই রানী আল্লাহ তাআলার নিকট যা রয়েছে তাই অধিক শ্রেয় মনে করল। ফেরাউনের দুনিয়া থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিল। আর কামনা করতে লাগল আল্লাহ তাআলার কাছে যা রয়েছে তা এবং তাঁর সন্তুষ্টি।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারয়াম ব্যতীত মহিলাদের কেউ পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। হাদিসে এসেছে, সাইয়িদুনা আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনুহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে 'আয়িশাহর মর্যাদা সব মহিলার উপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের সুরুয়ায় ভিজা রুটির) মর্যাদা সকল প্রকার খাদ্যের উপর।[সহিহ বুখারি: ৩৪১১, সহিহ মুসলিম: ২৪৩১]

সাইয়িদুনা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

خير نساء العالمينَ : مَريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنتُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون

জগতের মাঝে সর্বোত্মম নারী হল, মারয়াম বিনতু ইমরান, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া, খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ।[সহিহ ইবনু হিব্বান: ৬৯৫১]

২.ফেরাউন বংশের মুমিনগণ

সেই ফেরাউনি যুগ চলছে। মুসার যুগের ফেরাউন। তার জুলুম অন্যায় বাড়তে বাড়তে চরম পর্যায়ে পৌঁছল। ফেরাউনি পরিবারের এক ফেরাউনি আমির ছিল। তাঁর অন্তরে আল্লাহ পাক হেদায়াত ঢেলে দিলেন; সেই হেদায়াত যা নিয়ে এসেছে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম। ফেরাউনের রাজ দরবারে মুসার বিরুদ্ধে কোনকিছু হলে তার দিফা করতেন, প্রতিরোধ করতেন। যখন মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে ফেরাউনের

রাজ দরবারে সিদ্ধান্ত হলো যে, মুসাকে হত্যা করা হবে। তখন তিনি তাদেরকে সতর্ক করণার্থে বললেন, তোমরা কী এমন ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে বলে, আমার রব আল্লাহ? অথচ সে তার কথার সত্যায়ন স্বরূপ সুস্পষ্ট দলিল ও প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই চাপবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে যে শাস্তির তোমাদেরকে ওয়াদা করা হয়েছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই।

সে তাদেরকে উপদেশ স্বরূপ বলল: (হে আমার কওম!) আজকে তোমাদেরই রাজত্ব, সম্মান ও মর্যাদা এবং বিজয় তোমাদেরই; কিন্তু আমাদেরকে কে সাহায্য করবে যদি আল্লাহর শাস্তি এসে উপনীত হয়? ফেরাউন একথার উত্তরে বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই।

সেই মুমিন আমির তখন তাদেরকে পূর্ববর্তী জাতির আজাবের মত আজাব তাদের উপর আপতিত হওয়ার ভয় দেখালেন; যে আজাব পতিত হয়েছিল নুহের জাতি, আদ ও ছামুদ জাতির উপর পতিত হয়েছিল এবং তাদের পরবর্তী লোকদের উপরেও। আরো বলল: আর আল্লাহ তাআলা কোন জালিম নন, এই সম্প্রদায় গুলো অবাধ্যতা করে আজাবের যোগ্য হয়েছিল, তাই তিনি তাদের উপর আজাব নাজিল করেন। এবং ভয় দেখালেন কেয়ামত দিবসের, সেদিন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার। সাবধান করলেন সেই দিনের ব্যাপারে; যেই দিন নাফরমান বান্দারা পিছন ফিরে পলায়ন করবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে না।
আর আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার হেদায়াতকারী কেউ নেই।

এবং আরো তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে, আল্লাহ তাআলা ইতিপূর্বে তাঁর রাসুল এবং নবি হিসেবে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তাদের বেশিরভাগ তাঁর আনীত দীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল। এমনকি এক পর্যায়ে যখন সে মারা গেল তখন তারা বলতে লাগল, এরপর আল্লাহ তাআলা আর কাউকে রাসুলরূপে পাঠাবেন না।

অত্যাচারী ফেরাউন সুস্পষ্ট ও মজবুত দলিল প্রমাণ সমৃদ্ধ বক্তব্যটিকে অধিক পরিমাণে জুলুম ও বাড়াবাড়ির মাধ্যমে মোকাবেলা করল। আর ফিরাউন তার মন্ত্রী হামানকে বিরাট উঁচু ভবন তৈরি কর। তাতে আমি চড়ে দেখবো আসমান জমিনের প্রতিপালক কোথায় আছে? তারপর সেই মুমিন আমির পুনরায় সত্যবাণী প্রচার করতে লাগল। পুনরায় ফিরাউন এবং তার সাথের অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দিতে লাগল, আর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, এই পার্থিব জীবন সামান্য ক'দিনের ভোগ বিলাস মাত্র, আর আখিরাত হল চিরস্থায়ী নিবাস, অনন্তকালের জীবন; যার আদি আছে অন্ত নেই। সে তাদেরকে সতর্ক করতে লাগল, সাবধান করতে থাকল। তাদেরকে সে নাজাত ও মুক্তির দিকে আহ্বান করছে, আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে আহহ্বান করছে। তারা তাকে কুফর ও শিরকের দিকে ডাকাডাকি করছে, আর সে তাদেরকে পরাক্রমশালী দয়ার সাগর ক্ষমাকারী রবের দিকে আহ্বান করছে। আর সুস্পষ্ট ভাবে তারা যেই ইলাহর দিকে আহহ্বান করছে তার হাকিকত বর্ণনা করে দিচ্ছে। বলে দিচ্ছে যে, তারা যেই ইলাহর দিকে আহহ্বান করে সেই ইলাহ বাতিল ইলাহ, যার জন্য তারা দুনিয়াতেও কিছু পায় না, পরকালে তো কিছু পাবেই না। কথাবার্তা সবকিছু শেষ হলে সেই মুমিন আমির তার নিজের সকল কিছুকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে, নিজেকে সপে দেয় দয়াময় মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার নিকট। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সকল কিছুই দেখেন, তাঁর বান্দা সব তাঁরই নেগরানিতে রয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা সেই মুমিন বান্দাকে ফিরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের ধোঁকা, ফেরেব এবং ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন। আর ফিরাউন ও তার সভাসদসহ তার সহযোগী সবাইকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেন।

৩.গুহাবাসীর ঘটনা

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পূর্ব যুগের তিনজন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যারা সফরে বের হয়েছিল। তাদের উপর হঠাৎ বৃষ্টি তাদেরকে পেয়ে বসল। তখন তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাত এক পাথর এসে তাদের গুহার মুখে পড়ে যায়। যার কারণে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। জীবন্ত কবরস্ত হওয়ার মত অবস্থা হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত এই বিপদ থেকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রত্যেকেই

নিজেদের এমন আমলের মাধ্যমে এর থেকে পরিত্রান চাবে যা সে শুধু আল্লাহর জন্যই করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেই গুহা থেকে মুক্তি দেন। গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দেন। তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। নিম্নোক্ত হাদিসে এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"একবার তিন জন লোক পথ চলছিল। তারা বৃষ্টিতে আক্রান্ত হল। অতঃপর তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খন্ড পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, নিজেদের কৃত কিছু সৎকাজের কথা চিন্তা করে বের কর। যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে। তার ওয়াসীলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ কর। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে পাথরটি সরিয়ে দিবেন। তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার আব্বা-আম্মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তানও ছিল। আমি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার আব্বা-আম্মাকে পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে দেরি হয়। সন্ধ্যা হওয়ার আগে আসতে পারলাম না। এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। যখন আমি দুধ দোহন করলাম, যেমন প্রতিদিন দোহন করি। তারপর আমি তাঁদের শিয়রে (দুধ নিয়ে) দাঁড়িয়ে রইলামী তাদেরকে জাগানো আমি পছন্দ করিনি এবং তাদের আগে আমার বাচ্চাদেরকে পান করানোও অসঙ্গত মনে করি। অথচ বাচ্চাগুলো দুধের জন্য আমার পায়ের নিকট পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এভাবে ভোর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজটি করে থাকি তবে আপনি আমাদের থেকে পাথরটা খানিক সরিয়ে দিন, যেন আমরা আসমানটা দেখতে পাই। তখন আল্লাহ পাথরটাকে একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আসমান দেখতে পেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষরা যেমন মহিলাদেরকে ভালবাসে, আমিও তাকে তার চেয়ে অধিক ভালবাসতাম। একদিন আমি

তার নিকট চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ মন্দ কাজ করতে চাইলাম) কিন্তু তা সে অস্বীকার করল যে পর্যন্ত না আমি তার জন্য একশ' দিনার নিয়ে আসি। পরে চেষ্টা করে আমি তা যোগাড় করলাম (এবং তার নিকট এলাম)। যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম (অর্থাৎ সম্ভোগ করতে তৈরী হলাম) তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে মাহর (পর্দা) ছিঁড়ে দিয়ো না। (অর্থাৎ আমার কুমারীর সতীত্ব নষ্ট করো না) তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে আপনি আমাদের জন্য পাথরটা সরিয়ে দিন। তখন পাথরটা কিছু সরে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করল আমাকে বলল, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তাকে তার পাওনা দিতে গেলে সে তা নিল না। আমি তা দিয়ে কৃষি কাজ করতে লাগলাম এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার নিকট আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর (আমার মজুরী দাও)। আমি বললাম, এই সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, ওইগুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেল। হে আল্লাহ! আপনি জানেন, যদি আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে পাথরের বাকীটুকু সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন। "[আস-সহিহ,আল-বুখারি:২৩৩৩]

আল্লাহর ভয়ে সালাফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী নেককারদের কান্না

আমাদের পূর্বসূরিগণ আল্লাহর ভয়ে অনেক অশ্রু প্রবাহিত করতেন। সর্বদা তারা আল্লাহর ভয়কে সাথে রেখেই চলতেন। এর ফলে তাদের দ্বারা আল্লাহর নাফরমানিও হতো না। যদি কখনো হয়ে যেত তাহলে সাথে সাথে তারা তাওবা করে নিতেন।

■১ সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহর অশ্রু

• আল্লামা হাফিয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'তিনি ইমাম, হাফিজ, অতিথি পরায়ণ, কুরআনের ব্যাখ্যাকারী এবং বড় আলেমদের অন্যতম ছিলেন।'

• কাসিম আ'রাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ রাতের বেলায় বেশিক্ষণ রোনাজারী করতেন। একপর্যায়ে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন কাঁদতে কাঁদতে। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ৪/৩৩৩, কিতাবুয যুহদ: ৪১৯, হিলয়া: ৪/২৭২]

২. মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহর অশ্রু

• আল্লামা হাফিয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'তিনি ইমাম, হাফিজ, সুপথপ্রদর্শনকারী এবং শাইখুল ইসলাম ছিলেন।'

• আবূ হাতিম আল বুসতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ কারীদের সর্দার ছিলেন। তিনি যখন রাসূলের হাদীস পাঠ করতেন তখন তিনি কান্না ধরে রাখতে পারতেন না।[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ৫/৩৫৪]

• ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে যখন কেউ কোনো হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করত, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অত্যধিক ভালবাসা ও মহব্বতের কারণে কান্না শুরু করে দিতেন।[আল ইহয়া: ৪/১৬০]

• আর সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলতেন: ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ যখন কান্না করতেন চোখের অশ্রু চেহারায় ও দাঁড়িতে মলে দিতেন। আর বলতেন যে, 'আমার কাছে এমন কথা পৌঁছেছে যে, জাহান্নামের আগুন এমন জায়গায় পৌঁছতে পারবে না যেখানে আল্লাহর ভয়ের অশ্রুর ছোঁয়া পড়বে। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ৫/৩৯২]

৩. সাইয়ার বিন ওয়ারদান রাহিমাহুল্লাহ এর অশ্রু

• আল্লামা হাফিয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'তিনি ইমাম, হুজ্জত, নমুনায়ে সালাফ এবং আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন।'

হায়ছাম বর্ণনা করেন যে, আমরা সাইয়ার বিন ওয়ারদান রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট গেলাম। আর তিনি কান্না করছেন। তাই, আমরা তাঁকে প্রশ্ন করলাম কোন জিনিস আপনাকে কাঁদিয়েছে? তিনি বলতে লাগলেন, 'আমাকে আমার পূর্বেকার ইবাদতগুজার ব্যক্তিরা কাঁদিয়েছেন। [নুবালা: ৫/৩৫৪]

৪.ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এর অশ্রু

• আল্লামা হাফিয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম, সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, পরহেযগার ও মুত্তাকীদের আমীর, হাফিয এবং ইসলামের গাজী।'
• ইমাম নু'আইম বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ যখন 'কিতাবুর রুকাক' অন্তরকে নরমকারী বিষয় পড়তেন তখন কাঁদতে কাঁদতে এমন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে যেতেন যেমন কোনো ষাড়কে যবাই করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কেউ তাঁর নিকট প্রশ্ন করার সময় একবারের চেয়ে বেশি জিজ্ঞেস করার সাহস পেতনা। "[আসসিয়ার: ৮/৩৯৪, তারিখে বাগদাদ: ১০/১৬৭]

৫.উমর বিন আবদুল আযিয রাহিমাহুল্লাহর অশ্রু

• হাফিয যাহাবী বলেন: 'তিনি ছিলেন ইমাম, হাফিয, অনেক বড় বিদ্বান, মুজতাহিদ, পরহেযগার এবং মুমিনদের নেত।'

• সাইয়িদুনা উমর বিন আবদুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ একরাতে নামাজ আদায় করছেন। যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন-

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। -[সূরা গাফির: ৭১-৭২]

তখন বারবার এই আয়াতই পড়তে থাকেন। একপর্যায়ে সকাল হয়ে গেল।[হিলয়া: ১/৫১, ইহইয়াউল উলুম: ১/৩৫৫]

৬.মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ এর অশ্রু

• হাফিয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'তিনি যুগের হাফিয, শাইখুল ইসলাম এবং বড় ইবাদত গোযার ব্যক্তি ছিলেন।'

• আবুল হুসাইন বিন ইয়া'কুব হাফিয বলেন: 'মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাইয়িব আমাদের কাছে হাদীস পাঠ করতেন। আর যখন এই শব্দ قال رسول الله বলতেন তখন কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন। এমনকি তাঁর অবস্থা দেখে আমাদের দয়া আসত।'

এক সময় আসল যে, হাদীস পাঠ করে এবং রাতের শেষ সময়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করার কারণে তার দৃষ্টি শক্তি শেষ হয়ে যায়।[সিয়ারু আ'লামিন নুবালাঃ৬/৩৮৯]

• যাহেদ (দুনিয়া বিমূখ) ইউসুফ হামাদানী রাহি বলেন: 'আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ বিন আলী রাহিমাহুল্লাহ আমাদের কাছে হাদীস পাঠ করতেন। এবং তিনি অত্যন্ত ইবাদত গোযার বান্দা ছিলেন। একবার তিনি আমাদের কাছে 'হাদীসুল মালাকাইন' দুই ফেরেশতার হাদীস পাঠ করেন তখন তিনি অনেক বেশি কান্নাকাটি করেন। এমনকি উপস্থিত লোকেদেরকে কাঁদিয়ে দিলেন। [আস সিয়ার:১৮/২৪৩]

নোট

এই হাদীস বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে,মৃতব্যক্তির নিকট দুই ফেরেশতা আসে যারা মৃতব্যক্তিকে খুব হুমকি ধমকি দেয়, তাকে বসিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে 'তোমার রব কে?' মুমিন ব্যক্তি হলে সে বলে 'আমার রব আল্লাহ'। ফেরেশতা প্রশ্ন করে 'তোমার দীন কী?' মৃতব্যক্তি বলে 'আমার দীন ইসলাম।' পুনরায় তাকে প্রশ্ন করে 'যে ব্যক্তিকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে?' মৃতব্যক্তি বলে 'তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' ফেরেশতা তাকে প্রশ্ন করে 'তুমি এই সকল বিষয় কীভাবে জানতে পারলে?' মৃতব্যক্তি বলে 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়ে, তার উপর ঈমান রেখে এবং তার সত্যায়ন করে।'

নিম্নবর্ণিত আয়াতের এটাই উদ্দেশ্য:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে। (সূরা ইবরাহীম: ২৭)

আসমান থেকে আহ্বানকারী বলেন: আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতী পোশাক পরিয়ে দাও, জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও; যেখান থেকে জান্নাতের হাওয়া ও খুশবো আসতে থাকবে। তার কবর দৃষ্টি যতদূর যায় ততটুকু প্রশস্ত বানিয়ে দাও।

অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের ও ফাসেক বান্দাদের অবস্থা তুলে ধরেন-

'গুনাহগার বান্দা তার সাথিদের চলে যাবার সময় জুতার আওয়াজ শুনে। যখন তার সাথিরা ফিরে যায় তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে; যারা মৃতব্যক্তিকে খুবই ভয়ঙ্কর ভাবে ধমকি দিতে থাকে, তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করে 'তোমার রব কে?' গুনাহগার বান্দা বলে 'হায় আফসোস, আমি জানি না।' ফেরেশতারা প্রশ্ন করে 'তোমার দীন কী?' গুনাহগার ব্যক্তি বলে 'হায় আফসোস আমি জানি না।' তারপর জিজ্ঞেস করে 'তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিলে সেই লোকটি কে?' গুনাহগার মাইয়িত বলে 'হায় আমি জানি না।' অবশ্য আমি তাঁর ব্যাপারে মানুষের মুখে কিছু শুনেছিলাম। তাকে বলা হবে 'তুমি না বুদ্ধি খাটিয়েছ আর না কুরআন পড়েছ।' আসমান থেকে আওয়াজ আসবে 'এ মিথ্যা বলেছে। এর জন্য আগুনের বিছানা বিছাও। আর জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দাও।' সুতরাং জাহান্নামের তীব্র গরম ও বিষাক্ত বাতাস তার কাছে আসতে শুরু করে। তার কবরকে একেবারে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়। এমনকি তার একদিকের পাজর অপরদিকের পাজরে ঢুকে যায়। [মুসনাদ আহমাদ: ৪/২৮৮, সুনানু আবী দাউদ: ৫৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা: ৩/৩৮০, মুসতাদরাকে হাকেম: ১/৩৭]

৭.আবূ মায়সারা আমর বিন শুরাহবিল রাহিমাহুল্লাহ এর অশ্রু

• আল্লামা যাহাবী বলেন: 'তিনি ইবাদত গোযার এবং আল্লাহর অলিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।'

• সাইয়িদুনা আবু মায়সারা যখন তার বিছানায় যেতেন তখন বলতেন: হায় আফসোস! যদি আমার মাতা আমাকে জন্ম না দিতেন। অতঃপর কাঁদতে থাকতেন। তাকে বলা হল: হে আবূ মায়সারা আপনি কী কারণে কাঁদছেন? তখন তিনি বলেন: আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, জাহান্নামের উপর দিকে অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু জানি না নাজাত হবে কী হবেনা।[ইবন কাছীর: ৩/১৭৯]

৮.আতা সুলামী রাহিমাহুল্লাহ এর অশ্রু

• আল্লামা যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'তিনি হলেন ইবাদতগোযার এবং বসরার নীচু স্তরের তাবেয়ীদের একজন।'

• সাইয়িদুনা আলা ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ আতা সুলাইমী রাহিমাহুল্লাহ এর ঘরে আসলেন। তখন তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পান। তাঁর বিবি উম্মু জা'ফরকে জিজ্ঞেস করা হল: আতা সুলাইমীর কী হল? বিবি সাহেবা বললেন: আমাদের প্রতিবেশী চুল্লি জ্বালিয়ে উত্তপ্ত করছিল আর তিনি তা দেখে সেটি দেখে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। [সিফাতুস সাফাওয়াহ:৩/২৮৮]

ফায়দা: অর্থাৎ তিনি জাহান্নামের অগ্নির কথা স্মরণ করে বেহুশ হয়ে যান এবং পড়ে যান।

৯. ইয়াযিদ বিন হারুন রাহিমাহুল্লাহ এর অশ্রু

• আল্লামা যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'তিনি হলেন ইমাম, নেতা, যুগের হাফিয এবং শাইখুল ইসলাম।'

• হাসান বিন আরাফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি দেখলাম যে, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর ছিল ইয়াযিদ বিন হারুন রাহিমাহুল্লাহ এর চোখযুগল। এক সময় দেখলাম যে, তাঁর একটিই চোখ মাত্র। একটি নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর কিছু দিন পরে দেখলাম দোনু চক্ষু শেষ হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'তোমার সুন্দর দুই চোখের কী হলো?' বললেন: 'আহ শেষ রাতের কান্নায় চলে গেছে।'

১০.মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ এর অশ্রু

'তিনি হলেন ইমাম, নেতা, যাহেদ, আবেদ, দয়াশীল এবং অত্যন্ত মেধাবী ব্যক্তি।' [মাওয়াহিবুল ওয়াফা।

• আমর বিন নাবাতা বলেন: 'ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ একদিন তেলাওয়াত করলেন-

هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

"এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না। এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না। " [মুরসালাত:৩৫-৩৬]

তখন তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন। একপর্যায়ে তিনি চেতনাহীন হয়ে যান।[মাওয়াহিবুল ওয়াফা:৬৬]

পূর্বসূরী নেককার নারীদের অশ্রু

নেককার নারীগণও তাকওয়া ও খোদাভীতিতে নারী সাহাবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাই তো তারা আজও বর্তমান মুসলিম নারীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হল-

১. মু'আযাহ বিনত আবদুল্লাহু রাহিমাহাল্লাহ এর অশ্রু

আল্লামা হাফিয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: তিনি একজন আবেদা, আলেমা এবং নির্ভরযোগ্য মহিলা ছিলেন।

• মু'আযাহ রাহিমাহাল্লাহ এর নিয়মিত আমল ছিল যে, যখন একটি দিন শুরু হতো তিনি বলতেন, 'আজকের দিনে আমি মারা যাবো।' অতঃপর সন্ধা পর্যন্ত শুইতেন না। আর যখন রাত এসে যেত তখন বলতেন, 'আজ রাত আমি মৃত্যুবরণ করবো।' সুতরাং সামান্য সময় শুয়ে থাকতেন তারপর উঠে সুবহে সাদিক পর্যন্ত নামাজ পড়তে থাকতেন এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে থাকতেন। তিনি বলতেন, 'সেই চোখের উপর আশ্চার্যান্বিত হই; যে ঘুমিয়ে থাকে অথচ সে জানে কবরের অন্ধকারের মধ্যে দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকতে হবে।[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ৪/৫০৮]

২. মুনীফা বিনত আবী তারিক রাহিমাহাল্লাহ এর অশ্রু

আল্লামা ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'তিনি একজন ইবাদতগোযার, নেককার এবং দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারী মহিলা ছিলেন।'

• আমির বিন মুলাইক রাহিমাহুল্লাহ এর পিতা বর্ণনা করেন: 'আমি একরাতে মুনীফা বিনত আবী তারিক এর কাছে থাকলাম। (আমি দেখলাম যে,) সে একটি আয়াত বারবার পাঠ করছে আর কান্না করতে করতে সারারাত অতিবাহিত করে দিয়েছে (সে আয়াত এই)

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আর তোমরা কেমন করে কাফের হতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত সমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসূল। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল পথের। -(সূরা আলে ইমরান: ১০১)[সিফাতুস সাফওয়াহ: ৪/৭৩-৭৪]

৩. আজারদা বিসরিয়্যাহ রাহিমাহাল্লাহ এর অশ্রু

আল্লামা ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'ইবাদত গোযার এবং স্বীয় রবের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের স্তর পর্যন্ত আনুগত্যশীল ছিলেন।'

• তাঁর ব্যাপারে এসেছে যে, রাতের বেলা নামাজের মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে যেতেন, অনেক কান্না করতেন এবং স্বীয় রব্ব তাআলার নিকট মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকতেন। (তাঁর দুআগুলোর মধ্যে অন্যতম এটাও)

'হে আল্লাহ! ইবাদতগুজার লোকেরা তো কেবলমাত্র তাহাজ্জুদের উপর ভরসা ও দৃঢ়বিশ্বাস করে। তারা তোমার রহমত এবং দয়া ও অনুকম্পাকে তড়িৎ কামনা করে। তাই হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমার কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও; যারা তোমার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। আমাকে নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের মর্যাদায় উন্নীত কর এবং তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করো। তুমিই তো সবচেয়ে বেশি দানশীল, দয়াবান এবং মহান।'

একদিন তার ঘরের কেউ তাকে বলল: 'তুমি রাতে একটু বেশি ঘুমিয়ে নাও। (এটা তোমার জন্য উত্তম হবে।) তখন তিনি বলেন 'মৃত্যুর স্মরণ আমাকে ঘুমাতে দেয় না।' এটা বলে কান্না শুরু করে দেন।[সিফাতুস সাফওয়াহ:৪/৩১]

তাকওয়ার লাভের জন্য দুআ

আবুল আলা মাগরিবি রহ. বলেন,

يَا مَنْ يَرَى مَدَ الْبَعُوضِ جَنَاحَهَا *** فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ الْأَلْيَلِ
ويرى نياط عروفها في نحرها .. وَالْمُخُ يَجْرِي فِي تِلْكَ الْعِظام الخل
أمْنُنْ عَلَى بِتَوْبَةٍ تَمْحُوبها . ما كان مني فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ

"হে পবিত্র সত্তা, যিনি পতঙ্গের ডানার সূক্ষ্মতা দেখতে পান,
দেখতে পান নিকষ আঁধারে বিচরণশীল যত দেহ, মন-তনু।
শিরা-উপশিরায় ছুটে চলা রক্তকণিকা আর, দেখতে পান অস্থিমজ্জা বেয়ে চলা প্রতিটি অণু। দয়াপরবশ আমায় এবার ফেরার সুযোগ দিন, অতীত পথ ছেড়ে, যেন আর ফিরি না কভু।"[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২/৯৪। কুরতুবি, আত-তাযকিরা, ৪৬৪।]

মু'মিনগণ জানেন যে, মহান আল্লাহর তওফীক ও সাহায্য ছাড়া সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম ছাড়ার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষের এখতিয়ার আছে, কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য চাই। তাই তো তাঁরা সব কিছু তারই কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। তাকওয়া একটি বিশাল জিনিস, নিজেদের চেষ্টার সাথে সেটিও তাঁরা তাঁর কাছেই প্রার্থনা করেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে-প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয় কামনা করতেন। তিনি এই দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আপনার ভয় কামনা করি।[সুনানু নাসায়ি, ১৩০৫।]

ইবনে উমার হতে বর্ণিত, রসূল যখন সফরে বেরিয়ে উটের পিঠে স্থির হয়ে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এই দুআ পড়তেন,

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرضى

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহান যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের এই যাত্রায় পুণ্যকর্ম, তাকওয়া (সংযমশীলতা) এবং তোমার সন্তোষজনক কার্যকলাপ। (মুসলিম ৩৩৩৯নং)

ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى ، وَالتُّقَى ، وَالعَفَافَ ، وَالغِنَى

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হেদায়াত, তাকওয়া (পরহেযগারী), অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম ৭০৭৯নং)

যায়েদ ইবনে আরক্বাম রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ পাঠ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ ، وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ ، وَعَذَابِ القَبْرِ ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ؛ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইলম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা বিনয়ী হয় না। সেই আত্ম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কবুল হয় না। (মুসলিম ৭০৮ ১, আহমাদ ১৯৩০৮, নাসাঈ ৫৪৫৮নং)

যেমন মহান আল্লাহর বান্দাগণের একটি সুগুণ এই যে, তাঁরা তাঁদের প্রার্থনায় মুত্তাকিনদের ইমাম হতে চান। তার মানে তাঁরা তাঁদের পরিবার ও সমাজের লোককেও মুত্তাকিরূপে পেতে চান। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রশংসায় বলেছেন,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"এবং যারা (প্রার্থনা করে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বী (সাবধানী)দের জন্য ইমাম (আদর্শস্বরূপ) কর।" (ফুরক্বান: ৭৪)

শেষ কথা

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাকওয়াবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। প্রকৃতার্থেই তাকে ভয় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

وصلى الله على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সহায়ক কিতাব

1. তাওবা ও তাকওয়া – শাইখ আবু শুরাহবিল আদ-দারাবি
2. তাকওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন– ড.উমর সুলাইমান আশকার রহিমাহুল্লাহ
3. তাকওয়া ও মুত্তাক্বীন–শাইখ আব্দুল হামিদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
4. তাকওয়া অর্জন করুন গুনাহ থেকে বাঁচুন –শাইখ সাঈদ ইবনে আলি আল কাহতানি